ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—প্রভু অতঃপর ভাবের লক্ষণ, প্রেমের ও প্রেম-প্রাদুর্ভাবের লক্ষণ এবং উদিত-ভাব ব্যক্তিদিগের ব্যবহার-লক্ষণ বর্ণন করিয়া প্রেম যে-ক্রমে 'মহাভাব' হয়, তাহার এবং পঞ্চ-প্রকার রতির ব্যাখ্যায় সেই সেই রসের ব্যাখ্যা, রসের স্থিতি ও শৃঙ্গার রসের সর্ব্বোৎকর্ষ সংস্থাপন এবং তাহার স্বকীয়-পারকীয়-ভেদে বিবিধত্ব বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি-গুণের ব্যাখ্যা, রাধিকার পঞ্চবিংশতিগুণের ব্যাখ্যা এবং কৃষ্ণভক্তিরসের অধিকারীর স্বরূপ ও অষ্টাঙ্গ-লক্ষণ বর্ণন করিলেন। প্রভু সনাতনকে ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত, হরিবংশ-লিখিত গোলোকের নিত্যলীলা, কেশাবতারের বিরুদ্ধ-ব্যাখ্যা ও শুদ্ধব্যাখ্যা—এইসমস্ত শিক্ষা দিয়া সনাতনের মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অনর্পিতচর-নামপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য গৌরের প্রণাম ঃ—

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্রীসনাতন-শিক্ষা—(৭) প্রয়োজন (কৃষ্ণপ্রেম)-***বর্ণন*** ;

অভিধেয় 'সাধনভক্তি'র ফলে প্রয়োজনরূপ 'সাধ্য'-প্রেমভক্তি ঃ—

"এবে শুন ভক্তিফল 'প্রেম' প্রয়োজন ।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান ॥ ৩ ॥

ভাব বা রতি—প্রেমের তরল বা অঙ্কুরাবস্থা ; গাঢ় বা পক্বাবস্থায় উহাই 'প্রেম' ঃ—

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে 'প্রেম'-অভিধান ।
কৃষ্ণভক্তি-রসের সেই 'স্থায়িভাব'-নাম ॥ ৪ ॥

ভাবের সংজ্ঞা ; স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৩।১)—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্ ।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ৫ ॥

প্রেমের লক্ষণ বর্ণন ঃ—

এই দুই,—ভাবের 'স্বরূপ', 'তটস্থ' লক্ষণ ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন, সনাতন ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। স্বীয় প্রেমনামামৃতরূপ গুপ্তবিত্ত,—যাহা ইহার পূর্ব্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, তাহাই—অত্যুদারস্বভাব যেই গৌরকৃষ্ণ আ-পামর ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাতে আমি প্রপন্ন হই।

৫। প্রেমসূর্য্যের (যাহা) কিরণস্থলীয় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, (ও) রুচিদ্বারা চিত্তকে যে তত্ত্ব মসৃণ করে, তাহাকেই 'ভাব' বলে।

৬। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই ভাবের 'স্বরূপ'-লক্ষণ ; রুচির দ্বারা চিত্তকে যে মসৃণ করে,—এইটী ভাবের 'তটস্থ'-লক্ষণ।

অনুভাষ্য

১। অত্যুদারঃ (মহাবদান্যঃ) যঃ গৌরঃ কৃষ্ণঃ চিরাৎ অদত্তম্ (অনর্পিতচরং) নিজগুপ্তবিত্তং (স্বীয়-গূঢ়রহস্যাত্মকধনং) স্বপ্রেম-নামামৃতম্ আপামরং (সাধ্বসাধ্বধিকার-নির্ব্বিশেষেণ) জনেভ্যঃ বিততার (অর্পয়ামাস), তং (গৌরকৃষ্ণম্) অহং প্রপদ্যে (শরণং যামি)।

৫। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সর্ব্বপ্রকাশক-সংবিদাখ্য-স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষঃ, স এব আত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ) প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্ (প্রেমরূপ-সূর্য্যকিরণসাদৃশ্যযুক্তঃ—প্রেম্ণঃ অত্র প্রথমচ্ছবিরূপঃ) রুচিভিঃ (প্রাপ্ত্যভিলাষ-সকর্তৃকানুকূল্যা-ভিলাষ-সৌহার্দ্দাভিলাষৈঃ) চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ (চিত্তার্দ্রতা-সম্পাদকঃ) অসৌ ভাবঃ (প্রেমাঙ্কুররূপঃ) উচ্যতে।

৬। 'এই দুই'—শ্লোক-লিখিত (১) শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মাদি—ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ, (২) রুচিদ্বারা চিত্তদ্রবকারিতা—ভাবের তটস্থ লক্ষণ।

দুই ভাবের—(১) সাধনাভিনিবেশজ-ভাব, (২) কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তপ্রসাদজ ভাব। "সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণ-তদ্ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে।।" আবার কেহ কেহ উক্ত দুই ভাবের 'কেবলা' ও 'মিশ্রা' অর্থ করেন ; কিন্তু এই অর্থ এখানে সঙ্গত নহে, পূর্ব্বোক্ত অর্থই সঙ্গত।

৭। সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তঃ (মসৃণিতঃ আর্দ্রীকৃতং স্বান্তং যস্মাৎ সঃ মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ (মমত্বাতিশয়যুক্তঃ—ইতি তটস্থ-লক্ষণদ্বয়-বিশিষ্টঃ যঃ) সান্দ্রাত্মা (ইতি স্বরূপলক্ষণযুক্ত) ভাবঃ স এব বুধৈঃ 'প্রেমা' নিগদ্যতে (কথ্যতে)।

প্রেমের সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১)—

সম্যক্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ৭ ॥

পঞ্চরাত্রমতে প্রেমের সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১৪।২)-ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৮ ॥

প্রেমভক্তিলাভের ক্রমপন্থা ; প্রথমে 'শ্রদ্ধা' হইতে 'আসক্তি' পর্য্যন্ত অভিধেয় 'সাধনভক্তি' ও পশ্চাৎ রতি বা 'ভাবভক্তি'র উদয় ; রতি ঘনীভূত হইলে প্রয়োজন 'প্রেমভক্তি' ঃ—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥ ৯ ॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন' ॥ ১০ ॥

অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥ ১১ ॥

রুচি হৈতে ভক্তি হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥ ১২ ॥

সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥ ১৩ ॥

শাস্ত্র প্রমাণ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১৫-১৬)—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ ১৪ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭। যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতাদ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতসকল 'প্রেম' বলিয়া উক্তি করেন।

৮। বিষ্ণুতে অনন্য-মমতা অর্থাৎ বিষ্ণুই একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেহই নাই, এরূপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ (প্রেম) 'ভক্তি' বলিয়া উক্তি করেন।

৯-১৩। কোন ভক্ত্যুন্মুখী সকৃতিবলে কোন জীবের যদি অনন্য-ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ-কীর্ত্তন হয়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন যে পরিমাণে হইতে থাকে, সাধনভক্তিতে সেই পরিমাণে অনর্থসকল নিবৃত্ত হইতে থাকে। শ্রদ্ধোদয়-কাল হইতেই শ্রবণ ও কীর্ত্তনদ্বারা স্থূল-স্থূল অনর্থ নিবৃত্ত হইলে শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তির প্রতি 'নিষ্ঠা'-রূপে উদিত হয় ; নিষ্ঠাই ক্রমে 'রুচি' হইয়া পড়ে। সেই রুচি হইতে পরে 'আসক্তি' জন্মে। আসক্তি নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর-স্বরূপ 'ভাব' বা 'রতি' হয়। সেই রতি গাঢ় হইলেই 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রেমই সর্ব্বানন্দধামস্বরূপ 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব।

১৪-১৫। প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি,—এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তি ; তাহা হইতে ক্রমশঃ 'ভাব', অবশেষে 'প্রেম' উদিত হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে।

অনুভাষ্য

৮। বিষ্ণৌ (ভগবতি) [যা] প্রেমসঙ্গতা (প্রেমযুক্তা) অনন্য-মমতা (ঐকান্তিকী সম্বন্ধময়ী) ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ভক্তৈঃ) [সা] ভক্তিঃ (ভাবঃ) উচ্যতে।

৯-১৩। সাধনভক্তি—প্রথমে সাধকের শ্রদ্ধা, তৎফলে সাধুসঙ্গ বা গুরুপাদাশ্রয়, তৎসঙ্গেসঙ্গে ভজনক্রিয়া, তৎফলে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎফলে নিষ্ঠা বা অবিক্ষেপে সাতত্য, তৎফলে রুচি, তৎফলে আসক্তি বা স্বারসিকী রুচি। সাধন-ভক্তি হইতে আসক্তি-ফলে যে 'সাধ্য' রতির উদয় হয়, তাহাই 'ভাব' নামে কথিত।

ভাবভক্তি—প্রেমসূর্য্যকিরণসদৃশী এবং রুচির দ্বারা চিত্তার্দ্রতা-সম্পাদিকা প্রেমের প্রথম বা অঙ্কুরাবস্থাকেই 'ভাবভক্তি' বলে। প্রেমের পূর্ব্বেই 'ভাব'-সংজ্ঞা, উহাই পরে উৎকৃষ্ট পক্ব বা পরিণত হইলে 'প্রেমভক্তি' সংজ্ঞায় অভিহিত। তজ্জন্য 'প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্'-শব্দে 'ভাব' ও 'প্রেম'ভক্তির তারতম্য লিখিয়াছেন।

অনুভাষ্য

জাতরতি ভক্ত উৎকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ প্রেমভক্তি লাভ করেন। রতি গাঢ় হইলে তাঁহাকে 'প্রেম' বলে। এই প্রেমই ভক্তির ফল, প্রয়োজন এবং পরমানন্দময়।

১৪-১৫। আদৌ শ্রদ্ধা (অসতি পরিণামশীলে বস্তুনি শিথিলানুরাগঃ সন্ অপ্রাকৃতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহে বিষ্ণৌ দৃঢ়-বিশ্বাসঃ), ততঃ (লব্ধবিশ্বাসাৎ) সাধুসঙ্গঃ (অপ্রাকৃতবুদ্ধ্যা গুরু-বৈষ্ণবচরণাশ্রয়ঃ ততঃ কৃষ্ণদীক্ষাদি-ভজনরীতিশিক্ষণং চ), অথ (অতঃ শ্রৌতবর্ত্মনা তেষামানুগত্যেন গুরুচরণান্তিকে) ভজন-ক্রিয়া (কৃষ্ণ-ভজনানুষ্ঠানং), ততঃ (ভজনানুষ্ঠানাৎ) অনর্থ-

শ্রীভাগবত-প্রমাণ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২২)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে (১) সাধনভক্তির লক্ষণ বর্ণিত ; এক্ষণে (২) ভাবভক্তির লক্ষণ বর্ণন ঃ—

যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয় ।
তাঁহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১৭ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৩।২৫-২৬)—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা ।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ ১৮ ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে ।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ সুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮-১৯। ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায়—এরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধব্যতীত অন্যবস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা অর্থাৎ মানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি,—এইপ্রকার অনুভাবসকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয়।

অনুভাষ্য

নিবৃত্তিঃ (পরমার্থে প্রবৃত্তৌ তু তদিতরবিষয়ভোগনিবৃত্তিঃ) স্যাৎ (ভবতি) ; ততঃ (বিষয়সঙ্গত্যাগাদনন্তরং) নিষ্ঠা ('শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি ভগবদ্বচনাৎ অবিক্ষেপেণ সাতত্যং), ততঃ রুচিঃ (রাগঃ), অথ (তদনন্তরং) আসক্তিঃ (স্বারসিকী রুচিঃ), ততঃ ভাবঃ (আদৌ প্রেমাঙ্কুরঃ), ততঃ প্রেমা (চরম-প্রয়োজনম্) অভ্যুদঞ্চতি (উদেতি)—সাধকানাং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে (উদয়ে) অয়ং ক্রমঃ ভবেৎ।

১৬। আদি, ১ম পঃ ৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১৭। ভাবাঙ্কুরিত হইলে অর্থাৎ রতির উদয়ে নয়টী লক্ষণ সাধকে দৃষ্ট হয়।

১৮-১৯। জাতভাবাঙ্কুরে জনে (জাতরুচৌ ভক্তে) ক্ষান্তিঃ (ক্ষোভহেতৌ প্রাপ্তে সতি অক্ষুভিতাত্মতা), অব্যর্থকালত্বং (কৃষ্ণ-সম্বন্ধবস্তুনি এব কেবলকালক্ষেপঃ) বিরক্তিঃ (কৃষ্ণেতরবস্তুনি বীতস্পৃহা), মানশূন্যতা (উৎকৃষ্টত্বেঽপি অমানিত্বম্), আশাবন্ধঃ (ভগবতঃ দৃঢ়প্রাপ্তি-সম্ভাবনা), সমুৎকণ্ঠা (নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা), নামগানে সদা রুচিঃ, তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তিঃ, তদ্বসতিস্থলে প্রীতিঃ—ইত্যাদয়ঃ 'অনুভাবাঃ' স্যুঃ (বর্ত্তন্তে)।

শ্লোক-ব্যাখ্যা—(১) ক্ষান্তি বা ক্ষোভরাহিত্য ঃ—

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয় ।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয় ॥ ২০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।১৫)—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে ।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥২১॥

(২) অব্যর্থকালত্ব ও (৩) ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিরক্তি ঃ—

কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায় ।
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায় ॥ ২২ ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিয়াও ভাবভক্তের চিন্ময়ী চমৎকারময়ী অতৃপ্তি ঃ—

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১২।৩৮)—

বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১। বিপ্ররূপী আপনারা এবং গঙ্গাদেবী আমাকে শরণাগত ও কৃষ্ণে ধৃত (অর্পিত)-চিত্ত বলিয়া জানুন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ-প্রেরিত কুহকই হউক বা তক্ষকই হউক, আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক ; আপনারা কৃষ্ণকথা গান করিতে থাকুন।

২৩। ভক্তসকল নেত্রে জলধারার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ এবং শরীরদ্বারা নমস্কার করিয়াও তৃপ্ত

অনুভাষ্য

২০। পূর্ব্বলিখিত নয়টী প্রীত্যঙ্কুর ভাব যাঁহার চিত্তে উদিত হয়, এই প্রাকৃত রাজ্যে তাঁহার কোন অসুবিধার বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহা তিনি গণনা করেন না।

২১। শমীক-ঋষিতনয় শৃঙ্গীর শাপ-শ্রবণে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃষ্ণচিন্তা-রত হইলেন; তৎকালে তাঁহার নিকট বহুঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগের যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-শাপকে হরিকথা-শ্রবণ-সুযোগপ্রদ মঙ্গলময় বররূপে বর্ণন করিয়া ঋষিগণকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিতেছেন,—

হে বিপ্রাঃ [ভবন্তঃ] দেবী (দেবতারূপা) গঙ্গা চ ঈশে ধৃতচিত্তম্ (ঈশ্বরার্পিতচিত্তং) তং (তথাভূতং) মা (মাম) উপ-যাতং (শরণাগতং) প্রতিযন্তু (জানন্তু) ; দ্বিজোপসৃষ্টঃ (দ্বিজ-প্রেরিতঃ) কুহকঃ তক্ষকঃ বা অলং দশতু, বিষ্ণুগাথা (বিষ্ণু-কথাঃ) গায়ত (যূয়ং কীর্ত্তয়ত)।

২২। জাতরতিভক্তের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ, অণিমাদি সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদি শোভা পায় না এবং তাঁহার ঐগুলির প্রয়োজনও নাই।

কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগবিরক্ত ভরতের দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪২)—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃ শ্লোকলালসঃ ॥ ২৪ ॥

(৪) মানশূন্যতা ও (৫) আশাবন্ধ ঃ—

'সর্ব্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' মানে ॥ ২৫ ॥

অমানিত্বের দৃষ্টান্ত ঃ—

পদ্মপুরাণ-বাক্য—

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥ ২৬ ॥

আশাবন্ধযুক্তের উক্তি ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৩।৩৫)—

শ্রীরূপগোস্বামি-ধৃত শ্রীসনাতনপ্রভু-বাক্য—

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্ ॥ ২৭ ॥

(৬) সমুৎকণ্ঠা ও (৭) নামগানে সদা রুচি ঃ—

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম ॥ ২৮ ॥

সমুৎকণ্ঠায় ভক্তের উক্তি ঃ—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২)-ধৃত বিল্বমঙ্গলবাক্য—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধঃ মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ২৯ ॥

নামগানের দৃষ্টান্ত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৩।৩৮)—

রোদনবিন্দুমরন্দ-স্রন্দি-দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইতে পারে না। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাঁহার সমস্ত আয়ু শ্রীহরিতে সমর্পণ (অর্থাৎ তদুদ্দেশে ক্ষেপণ) করিয়া থাকেন।

২৪। ভরতরাজা উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণকে পাইবার লালসায় যুবাকালে হৃদয়গ্রাহিণী পত্নী, পুত্র, সুহৃৎ ও রাজ্যাদি মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ;—ইহাই জাতভাব পুরুষের বিরক্তির লক্ষণ।

২৬। হরিতে রতিযুক্ত হইয়া এই রাজশিরোমণি অরিপুরে ভিক্ষাটনপূর্ব্বক চণ্ডালকেও বন্দন করিতেছেন।

২৭। আমার প্রেম, শ্রবণাদি ভক্তি, বৈষ্ণবযোগ, জ্ঞান বা শুভকর্ম্ম অথবা সজ্জাতি, কিছুই নাই। হে গোপীজনবল্লভ, অকিঞ্চনের অর্থসাধকরূপ তোমাতে একপ্রকার অচ্ছেদ্যমূলা যে শুদ্ধা আশা আমার হৃদয়ে আছে, তাহা আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

৩০। হে গোবিন্দ, এই স্বল্পবয়স্কা রাধিকা (বা চন্দ্রাবলী) অদ্য তাঁহার নয়নকমলে লোতকবিন্দুর সহিত মধুরকণ্ঠে তোমার নামাবলী গান করিতেছেন।

অনুভাষ্য

২৩। ভক্তাঃ অনিশং (সর্ব্বকালং) বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তঃ, মনসা স্মরন্তঃ, তন্বা নমন্তঃ অপি, ন তৃপ্তাঃ [ভবন্তি] ; স্ববন্নেত্রজলাঃ (বাষ্পবিগলিত-নয়নাঃ সন্তঃ) সমগ্রম্ আয়ুঃ হরেঃ (হরয়ে) এব সমর্পয়ন্তি।

২৫। পরীক্ষিতের নিকট শ্রীল শুকদেব মহাভাগবত ভরতের শুদ্ধহরিভজনাচরণরূপ গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যঃ (ভরতঃ) উত্তমঃশ্লোকলালসঃ (উত্তমঃশ্লোকে লালসা লম্পটত্বং যস্য সঃ কৃষ্ণোৎকণ্ঠঃ সন্) হৃদিস্পৃশঃ (মনোজ্ঞান্) দুস্ত্যজান্ (দুষ্পরিহরান্) সুহৃদ্রাজ্যং (উভয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং) দার-সুতান্ যুবৈব মলবৎ জহৌ (পরিত্যক্তবান্) [তস্য আর্য্যভস্য অনুবর্ত্ম অন্যো নৃপঃ নার্হতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ]।

২৬। নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ (নৃপকুলচূড়ামণিঃ) এষঃ হরৌ রতিং বহন্ (পোষয়ন্) অরিপুরে (শত্রুনিবাসে) ভিক্ষাং অটন্ (তদর্থং পরিভ্রমন্) শ্বপাকং (সুনীচম্) অপি বন্দতে।

২৭। [মম] প্রেমা বা, শ্রবণাদিভক্তিঃ অপি, অথবা বৈষ্ণবঃ (বিষ্ণুধ্যানময়ঃ) যোগঃ (শুদ্ধভক্তিযোগঃ), জ্ঞানং (ব্রহ্মনিষ্ঠং) বা, শুভকর্ম্ম (দৈববর্ণাশ্রমাদিরূপং) বা, অহো (খেদে) কিয়ৎ সজ্জাতিঃ (সদ্বংশজাতসম্মানম্) অপি বা ন অস্তি, হে গোপী-জনবল্লভ, হীনার্থাধিকসাধকে (হীনজনে যোগ্যতাপরিমাণা-ধিকফলদাতরি) ত্বয়ি অচ্ছেদ্যমূলা (সর্ব্বথৈব অবিচ্ছেদ্যা) সতী (শুদ্ধা) হা হা মৎ আশা (মম আশা) মাং ব্যথয়তে এব।

২৯। মধ্য, ২য় পঃ ৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০। হে গোবিন্দ, অদ্য রোদনবিন্দুমকরন্দ-স্যন্দি-দৃগিন্দীবরা (রোদনবিন্দবঃ এব মকরন্দাঃ পুষ্পরসাঃ তে স্যন্দন্তি দৃশৌ ইব ইন্দীবরৌ নীলপদ্মনেত্রাভ্রাং যস্যাঃ সা) মধুরস্বরকণ্ঠি (সৌস্বর্য্য-বতী) বালা (রাধিকা) তব নামাবলীং গায়তি।

(৮) কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি ও (৯) কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ঃ—

কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি ।
কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণন ঃ—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২) বিল্বমঙ্গলবাক্য—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়বসতিস্থলে প্রীতির দৃষ্টান্ত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১৫৪)—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্ ।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥ ৩৩ ॥

এক্ষণে (৩) প্রেমভক্তিলক্ষণ-বর্ণন ঃ—

কৃষ্ণের রতির চিহ্ন এই কৈলুঁ বিবরণ ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন, সনাতন ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমিক বৈষ্ণব বা শুদ্ধভক্ত—প্রাকৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকেরও দুর্ব্বোধ্য ঃ—

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয় ।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয় ॥ ৩৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১৭)—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি ।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আমি কবে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্বাষ্প হইয়া যমুনাতীরে নৃত্য করিতে থাকিব!

৩৬। যে ধন্যব্যক্তির চিত্তে নবপ্রেম উদিত হয়, তাহার ক্রিয়া ও মুদ্রাসকল অর্থাৎ চিহ্নসকল শাস্ত্রজ্ঞপুরুষদিগেরও সুদুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে।

অনুভাষ্য

৩২। মধ্য, ২১শ পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, কদা অহং যমুনাতীরে (কালিন্দী-তটে) তব নামানি কীর্ত্তয়ন্, উদ্বাষ্পঃ (অশ্রুপূর্ণনেত্রঃ সন্) তাণ্ডবং [নৃত্যং] রচয়িষ্যামি (করিষ্যামি)?

৩৫। উদিতপ্রেমা ভক্তের বাক্য, অনুষ্ঠান ও মুদ্রা বিচক্ষণ পণ্ডিতেও বুঝিতে সমর্থ হন না।

৩৬। যস্য ধন্যস্য (সফলার্থস্য ভক্তজনস্য) চেতসি (চিত্তে) নবপ্রেমা উন্মীলতি (প্রকটো ভবতি) [তস্য] অস্য মুদ্রা (চেষ্টা) অন্তর্বাণিভিঃ (শাস্ত্রবিদ্ভিঃ) অপি সুষ্ঠু সুদুর্গমা (বোদ্ধুম্ অতীব অশক্যা)।

৩৭। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রেমভক্তের লক্ষণ ও ক্রিয়া-চেষ্টা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৯)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৩৭॥

প্রেমের গাঢ়ত্বের তারতম্য-বৈশিষ্ট্য ; সর্ব্বশেষে 'মহাভাব' ঃ—

প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয় স্নেহ, মান, প্রণয় ।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ৩৮ ॥

উপমা ঃ—

যৈছে ইক্ষুরস-বীজ—গুড়, খণ্ড-সার ।
শর্করা, সিতা-মিছরি, শুদ্ধমিছরি আর ॥ ৩৯ ॥

বীজরূপা রতি ও প্রেমের গাঢ়াবস্থা-সমূহের তারতম্যে রসাস্বাদনাধিক্য-তারতম্য ঃ—

ইঁহা যৈছে ক্রমে ক্রমে বাড়ে নির্ম্মল স্বাদ ।
রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥ ৪০ ॥

পঞ্চবিধা রতি ঃ—

অধিকারী-ভেদে রতি—পঞ্চপ্রকার ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর ॥ ৪১ ॥

পঞ্চরসেই কৃষ্ণ বশ ঃ—

এই পঞ্চ স্থায়িভাবে হয় পঞ্চ 'রস' ।
যে-রসে ভক্ত 'সুখী', কৃষ্ণ হয় 'বশ' ॥ ৪২ ॥

অনুভাষ্য

৪১। রতি—(ভঃ রঃ সঃ পূঃ বিঃ ৩য় লঃ) "ব্যক্তং মসৃণিতে-বান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্। মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্নি হি। কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া। অভিজ্ঞেন সুবোধোহয়ং রত্যাভাস প্রকীর্ত্তিতঃ।।" অন্তর্মসৃণতা বা আর্দ্রতা যাহা প্রকাশিত হয়, উহাই রতি-লক্ষণ, কিন্তু মুমুক্ষু বা বুভুক্ষু-দিগের মধ্যে লক্ষিত হইলে উহা কখনও 'রতি'-পদবাচ্য নহে। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর অভিসন্ধিমূলা ঐ রতির চিহ্ন দেখিয়া অনভিজ্ঞ বালিশগণ চমৎকৃত হয়। কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকে 'রতির আভাস" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৪২। স্থায়ী ভাব, (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫ম লঃ ১ম শ্লোক) —'অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্। সু-রাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে।। স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।" হাসাদি অবিরুদ্ধ ভাব এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধভাবসমূহকে যে ভাব বশীভূত করিয়া উত্তম রাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাই স্থায়ী ভাব। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই 'স্থায়ী ভাব' বলা যায়।

স্থায়িভাব বা রতিসহ সামগ্রী-মিলনে রসোৎপত্তি ; রতিই রসের 'মূল' ঃ—

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী-মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে ॥ ৪৩ ॥

চারিপ্রকার সামগ্রী ঃ—

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি' ॥ ৪৪ ॥

উপমা ঃ—

দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥ ৪৫ ॥

রসের 'হেতু' বিভাব দ্বিবিধ—(১) আলম্বন ও (২) উদ্দীপন ঃ—

দ্বিবিধ 'বিভাব',—আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি—উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি—আলম্বন ॥ ৪৬ ॥

রসের 'কার্য্য' অনুভাবের ১৩ প্রকার ভেদ ; ৮ প্রকার সাত্ত্বিকও রসের 'কার্য্য' ঃ—

'অনুভাব'—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি—'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর ॥ ৪৭ ॥

রসের 'সহায়' ব্যভিচারী ভাব—৩৩টী ঃ—

নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'।
সব মিলি' 'রস' হয় চমৎকারকারী ॥ ৪৮ ॥

অনুভাষ্য

৪৩-৪৪। (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১ম লঃ শ্লোক)—"অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে। সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা।। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।।" *

৪৬। (ঐ) "তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদন-হেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে।।" তদুক্তমগ্নিপুরাণে—"বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ।।" কৃষ্ণরতির আস্বাদনের কারণকে 'বিভাব' বলে ; তাহা দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহাতে এবং যৎকর্ত্তৃক রত্যাদি বিভাবিত হয়, তাহাই অগ্নিপুরাণাদিতে 'বিভাব' (আলম্বনময় ও উদ্দীপনময়)-নামে কথিত।

আলম্বন—(ঐ) 'কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ। রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ।।" রতি ইত্যাদির (অর্থাৎ গৌণ হাস্যাদিরসের) বিষয়রূপে 'কৃষ্ণ' এবং আধার-স্বরূপে 'কৃষ্ণভক্ত'—এই দুইকে পণ্ডিতগণ 'আলম্বন' বলেন।

উদ্দীপন—(ঐ) "উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে। তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টাঃ প্রসাধনম্।। স্মিতাঙ্গ-সৌরভে বংশশৃঙ্গনূপুরকম্বরঃ। পদাঙ্ক-ক্ষেত্র-তুলসী-ভক্ত-তদ্বাস-রাদয়ঃ।।" যাহারা ভাব প্রকাশ করে, তাহারাই উদ্দীপন ; যথা ;—শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা ও প্রসাধন (চিরুণ্যাদিদ্বারা কেশবিন্যাসাদি দেহ-সজ্জোপকরণ) এবং স্মিত (মৃদুহাস্য), অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত, হরিবাসরাদি একাদশী-ব্রত।

অনুভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ২য় লঃ ১ম শ্লোক)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। উদ্ভাস্বর—আঙ্গিক অনুভাববিশেষ, (উহা) পঞ্চ-প্রকার—বেশভূষার শৈথিল্য, গাত্রমোটন, জৃম্ভণ, ঘ্রাণের ফুল্লত্ব, নিশ্বাস-ত্যাগ ও প্রশ্বাস-গ্রহণ।

অনুভাষ্য

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া।। নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্। হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা। লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা-হিক্কাদয়োঽপি চ।। তে শীতাঃ ক্ষেপণাশ্চেতি যথার্থাখ্যা দ্বিধোধিতাঃ। শীতাঃ স্যুর্গীতজৃম্ভাদ্যা নৃত্যাদ্যাঃ ক্ষেপণাভিধাঃ।।" চিত্তস্থ-ভাবসমূহের প্রকাশক বাহ্যবিকারপ্রায় হইয়া যাহারা 'উদ্ভাস্বর'-নামে প্রসিদ্ধ, তাহারাই 'অনুভাব'। নৃত্য, ভূমিতে গড়াগড়ি, গান, উচ্চরব, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, হাইতোলা, দীর্ঘনিশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা ইত্যাদি। ইহারা 'শীত' ও 'ক্ষেপণ'—এই দুই নামে কথিত ; তন্মধ্যে গীত ও জৃম্ভণাদিকে 'শীত' ও নৃত্যাদিকে 'ক্ষেপণ' বলে।

উদ্ভাস্বর—"উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ। নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোটনম্। জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ।।" ভাবযুক্ত ব্যক্তির শরীরে যাহা যাহা প্রকাশিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'উদ্ভাস্বর' বলেন। নীবি, উত্তরীয়-বসন ও খোঁপা খুলিয়া পড়া, গাত্রমোড়া, জৃম্ভণ, নাসিকার প্রফুল্লতা, নিশ্বাস, বিলুণ্ঠন এবং হিক্কাদি পূর্ব্বলিখিত বাহ্য বিকারসমূহ।

৪৭। স্তম্ভাদি—মধ্য, ১৪শ পঃ ১৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৮। নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—মধ্য, ১৪শ পঃ ১৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

---

* *অনন্তর এই কৃষ্ণরতির বিভাবাদি-সামগ্রীদ্বারা পরিপোষণহেতু যে পরম রসরূপতা লাভ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে। শ্রবণাদি সাধন-ভক্ত্যঙ্গদ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে এই কৃষ্ণরতি-রূপ স্থায়িভাব—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারিভাবদ্বারা আস্বাদনীয় হইলে ভক্তিরসে পরিণত হয়।*

পঞ্চরসের বর্ণন ঃ—

পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ।
মধুর-রস শৃঙ্গার-ভাবেতে প্রাবল্য ॥ ৪৯ ॥

'প্রেম' পর্য্যন্ত শান্তরসের ও 'রাগ' পর্য্যন্ত দাস্যরসের সীমা ঃ—

শান্তরসে শান্তি-রতি 'প্রেম' পর্য্যন্ত হয় ।
দাস্য-রতি 'রাগ' পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥ ৫০ ॥

'অনুরাগ' পর্য্যন্ত সখ্য ও বাৎসল্যের সীমা ; তন্মধ্যে সুবলাদি প্রিয়নর্ম্ম সখারও 'ভাব' পর্য্যন্ত সীমা ঃ—

সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় 'অনুরাগ'-সীমা ।
সুবলাদ্যের 'ভাব' পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ ৫১ ॥

শান্তাদি পঞ্চরসের ভেদ-বৈচিত্র্য ঃ—

শান্তাদি রসের 'যোগ', 'বিয়োগ'—দুই ভেদ ।
সখ্য-বাৎসল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ ॥ ৫২ ॥

দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যময়ী স্বকীয়া মধুর-রতিতে 'রূঢ়-মহাভাব' এবং বৃন্দাবনে মাধুর্য্যময়ী কেবলা পারকীয়া মধুর-রতিতে 'অধিরূঢ়-মহাভাব' ঃ—

'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' ভাব—কেবল 'মধুরে' ।
মহিষীগণের 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে ॥ ৫৩ ॥

অধিরূঢ়-মহাভাব দ্বিবিধ—(১) সম্ভোগে 'মাদন'-সংজ্ঞা, (২) বিপ্রলম্ভে 'মোহন'-সংজ্ঞা ঃ—

অধিরূঢ়-মহাভাব—দুই ত' প্রকার ।
সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন' নাম তার ॥ ৫৪ ॥

সম্ভোগময় 'মাদন' ও বিপ্রলম্ভময় 'মোহনে' নানা ভাব-ভেদ-বৈচিত্র্য ঃ—

'মাদনে'—চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ ।
'উদ্‌ঘূর্ণা', 'চিত্রজল্প'—'মোহনে' দুই ভেদ ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য

ব্যভিচারী—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ ১ম শ্লোক) "ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবাঃ যে ব্যভিচারিণঃ। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।। সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ। ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে।।" ব্যভিচারী ভাবসমূহ ৩৩টী ; উহারা বিশেষতঃ প্রাধান্যরূপে স্থায়িভাবে বিচরণ করে। বাক্য, অঙ্গ (ভ্রূনেত্রাদি) এবং সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাবদ্বারা ব্যভিচারী ভাবসকল ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া উহাকে 'সঞ্চারী' বলা হয়। ইহারা স্থায়িভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া তরঙ্গের ন্যায় উহাকে বর্দ্ধন করাইয়া তদ্রূপতা লাভ করে।

৫০-৫১। শান্তরসে 'রতি' বৃদ্ধি পাইয়া 'প্রেম' পর্য্যন্ত সীমা লাভ করে। দাস্যরসে 'দাস্যরতি' স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে। সখ্যরসে 'সখ্যরতি' স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বাড়ে। বাৎসল্যরসে 'বাৎসল্যরতি' স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিশেষত্ব এই যে, সখ্যরসাশ্রিত হইয়াও সুবল প্রভৃতির সখ্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান হয়।

৫২। ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২য় লঃ ৯৩ শ্লোক—"অযোগ-যোগাবেতস্য প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ" অর্থাৎ এই প্রীতিভক্তি-রসের 'অযোগ ও যোগ'—এই ভেদদ্বয় কথিত হইয়াছে।

অযোগ—"সঙ্গাভাবো হরেধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে। অযোগে ত্বন্মনস্কত্বং তদ্‌গুণাদ্যনুসন্ধয়ঃ। তৎপ্রাপ্ত্যুপায়চিন্তাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং কথিতাঃ ক্রিয়াঃ।।" পণ্ডিতগণ ভগবানের সহিত সঙ্গাভাবকে 'অযোগ' বলেন। অযোগে হরিমনস্কতা অর্থাৎ হরিতে মন সমর্পণ এবং হরির গুণাদির অনুসন্ধান করা হয়। দাসাদি-ভক্তের সকলেরই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-ভাবনা-ক্রিয়া কথিত হয়।

যোগ—"কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকে 'যোগ' বলে।

শান্তাদি-রসের—শান্ত ও দাস্যে 'যোগ' ও 'বিয়োগ', এই দুইপ্রকার ভেদ ; তাহাতে যোগ ও অযোগের অনেক ভেদ নাই। পাঁচপ্রকার রসেই যোগ ও অযোগের ভেদ আছে বটে, কিন্তু সখ্য ও বাৎসল্যে অনেক বিভেদ আছে।

যোগবিভেদ—"যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধিস্তুষ্টিস্থিতিরিতি ত্রিধা" অর্থাৎ যোগের ত্রিবিধ ভেদ—সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি।

অযোগবিভেদ—"উৎকণ্ঠিতং বিয়োগশ্চেত্যযোগোঽপি দ্বিধোচ্যতে" অর্থাৎ 'অযোগ' দুইপ্রকার 'উৎকণ্ঠিত' ও 'বিয়োগ'।

৫৩। অধিরূঢ়,—(উঃ নীঃ স্থায়িভাব-প্রঃ ১৭০)

"রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্য কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে।।"

মধুররসে মধুর-রতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবপর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রূঢ় ও অধিরূঢ়-মহাভাব কেবল-মাত্র মধুর-রসেই বর্ত্তমান। দ্বারকায় 'রূঢ়' এবং গোকুলেই কেবল 'অধিরূঢ়'-ভাব দৃষ্ট হয়।

৫৪-৫৭। মধ্য, ১ম পঃ ৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। চিত্রজল্প দশপ্রকার—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প।

ভাঃ ১০।৪৭ অঃ—ভ্রমরগীতায় বিপ্রলম্ভে রাধিকাদি গোপীগণের দিব্যোন্মাদ ঃ—

চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ—প্রজল্পাদি-নাম ।
'ভ্রমর-গীতা'র দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥ ৫৬ ॥

বিপ্রলম্ভে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থা—অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবাময়ী পরমচমৎকারিণী সর্ব্বোত্তমাবস্থা ঃ—

উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহ-চেষ্টা—দিব্যোন্মাদ-নাম ।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ' জ্ঞান ॥ ৫৭ ॥

শৃঙ্গার-রস দ্বিবিধ—(১) সম্ভোগ ও (২) বিপ্রলম্ভ ; সম্ভোগ অসংখ্যবিধ ঃ—

'সম্ভোগ'-বিপ্রলম্ভ'-ভেদে দ্বিবিধ শৃঙ্গার ।
'সম্ভোগে'র অনন্ত অঙ্গ, নাহি অন্ত তার ॥ ৫৮ ॥

বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ ঃ—

'বিপ্রলম্ভ' চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান ।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান ॥ ৫৯ ॥

ব্রজে রাধিকাদি গোপীগণ ও দ্বারকায় মহিষীগণের বিপ্রলম্ভভাব-বৈচিত্র্য ঃ—

রাধিকাদ্যে 'পূর্ব্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস', 'মানে' ।
'প্রেমবৈচিত্ত্য' শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥ ৬০ ॥

মহিষীগণের কৃষ্ণবিচ্ছেদাশঙ্কা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।১৫)—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্‌গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিন-নয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। ভ্রমরগীতা—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে।

৬০। রাধিকাদি গোপীগণের চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভের মধ্যে 'পূর্ব্বরাগ', 'প্রবাস' ও 'মান'—এই তিনটী প্রসিদ্ধ ; দ্বারকায় মহিষীগণে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' প্রসিদ্ধ।

৬১। হে সখি, কুররি, দেখ, রাত্রে গুপ্তবোধ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাইতেছেন, আর তোমার নিদ্রা না থাকায় তুমি শুইতেছ না, কেবল বিলাপ করিতেছ! তাহা হইলে তুমিও কি আমাদের ন্যায় পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্য ও উদারলীলা-দর্শনে নির্ব্বিদ্ধ (গাঢ়বিদ্ধ) চিত্ত হইয়া এরূপ করিতেছ?

অনুভাষ্য

৫৮। বিপ্রলম্ভ—(উঃ নীঃ বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে ৩-৪ শ্লোক)—"যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ। অভীষ্টলিঙ্গনাদী-নামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।। স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতি-কারকঃ।" "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।।" নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের পূর্ব্বে অযুক্ত, মিলনলাভের পর যুক্ত—এই সময়দ্বয়ে পরস্পর অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব হয়, উহাকে 'বিপ্রলম্ভ' বলে ; উহা—সম্ভোগের পুষ্টি-কারক।

সম্ভোগ—"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনো-রুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে।।" এই শ্লোকের (১) শ্রীজীব-প্রভুকৃত-টীকা—'আনুকূল্যাদিতি কামময়সম্ভোগো ব্যাবৃত্তঃ।' (২) শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা—'পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ।' দর্শন ও আলিঙ্গনাদির পরস্পর সুখতাৎপর্য্যনিষেবণদ্বারা নায়ক ও নায়িকার উল্লাসোপরি আরোহণপূর্ব্বক যে ভাব উদিত হয়, তাহাকে 'সম্ভোগ' বলে। জাগ্রদবস্থায় মুখ্য-সম্ভোগ চারিপ্রকার (১) পূর্ব্বরাগানন্তর 'সংক্ষিপ্ত', (২) মানানন্তর 'সঙ্কীর্ণ', (৩) কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসানন্তর 'সম্পন্ন' ও (৪) সুদূর প্রবাসানন্তর 'সমৃদ্ধিমান্'। স্বপ্নাবস্থায় গৌণ-সম্ভোগও পূর্ব্বের ন্যায় চারি প্রকার।

৫৯। পূর্ব্বরাগ—(উঃ নীঃ বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৫ম শ্লোক) "রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।।" যে রতি সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া উভয়ের বিভাবাদির মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয়, উহাই 'পূর্ব্বরাগ'।

মান—"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টা-শ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে।।" পরস্পর অনুরক্ত একত্র অবস্থিত বা ভিন্ন স্থানে স্থিত নায়ক ও নায়িকার স্বাভীষ্ট ঈক্ষণ ও আলিঙ্গনাদির নিরোধীভাবকে 'মান' বলে।

প্রবাস—"পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ। ব্যব-ধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে।।" পূর্ব্ব-সঙ্গমবিশিষ্ট দম্পতীর দেশান্তরাদি-ব্যবধানকে প্রাজ্ঞগণ 'প্রবাস' বলেন।

প্রেমবৈচিত্ত্য—"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবত। যা বিশেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।" প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাব-ক্রমে প্রিয়সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তৎসহ বিরহভয়ে যে আর্ত্তি উপস্থিত হয়, তাহাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য'।

৬১। দ্বারকায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাসদ্বারা মহিষীগণের চিত্ত হরণ করিতে থাকিলে তাঁহারা তদ্‌গতচিত্তে অতি নিকটে থাকিয়াও সর্ব্বদাই 'হারাই' 'হারাই' ভাবযুক্ত হইয়া উন্মত্তার ন্যায় এইরূপ বলাবলি করিতেন,—

হে কুররি, ঈশ্বরঃ (কৃষ্ণঃ) রাত্র্যাং গুপ্তবোধঃ (সুপ্তচেতনঃ

কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি, শ্রীরাধা—নায়িকা-শিরোমণি ঃ—

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৭)—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীরাধিকার অষ্টবিশেষণ ঃ—

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র-বাক্য—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণের অসংখ্য সদ্গুণরাশির মধ্যে ৬৪টী প্রধান গুণ ঃ—

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি—প্রধান।
এক এক গুণ শুনি' জুড়ায় ভক্ত-কাণ ॥ ৬৫ ॥

৬৪টী গুণের তালিকা ; প্রথমে ৫০টী গুণ-বর্ণন ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২৩-২৯)—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥ ৬৬ ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥ ৬৭ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥ ৬৮ ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥ ৬৯ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥ ৭০ ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ-মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৭১ ॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥ ৭২ ॥

৫০টী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৩০)—

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই নায়কগণের শিরোরত্ন ; সেই কৃষ্ণে মহাগুণসকল নিত্যরূপে বিরাজমান।

৬৬-৭২। এই নায়করূপী কৃষ্ণ—১। সুরম্যাঙ্গ, ২। সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, ৩। সুন্দর, ৪। মহাতেজা, ৫। বলবান্, ৬। কিশোরবয়সযুক্ত, ৭। বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, ৮। সত্যবাক্, ৯। প্রিয়বাক্যযুক্ত, ১০। বাক্পটু, ১১। সুপণ্ডিত, ১২। বুদ্ধিমান্, ১৩। প্রতিভাযুক্ত, ১৪। বিদগ্ধ, ১৫। চতুর, ১৬। দক্ষ, ১৭। কৃতজ্ঞ, ১৮। সুদৃঢ়ব্রত, ১৯। দেশকালপাত্রজ্ঞ, ২০। শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, ২১। শুচি, ২২। বশী, ২৩। স্থির, ২৪। দমনশীল, ২৫। ক্ষমাশীল, ২৬। গম্ভীর, ২৭। ধৃতিমান্, ২৮। সমসৌম্যচরিত, ২৯। বদান্য, ৩০। ধার্ম্মিক, ৩১। শূর, ৩২। করুণ, ৩৩। মানদ, ৩৪। দক্ষিণ, ৩৫। বিনয়ী, ৩৬। লজ্জাযুক্ত, ৩৭। শরণাগতপালক, ৩৮। সুখী, ৩৯। ভক্তবন্ধু, ৪০। প্রেমবশ্য, ৪১। সর্ব্বশুভকারী, ৪২। প্রতাপী, ৪৩। কীর্ত্তিমান্, ৪৪। লোকানুরক্ত, ৪৫। সাধুদিগের সমাশ্রয়, ৪৬। নারীমনোহারী, ৪৭। সর্ব্বারাধ্য, ৪৮। সমৃদ্ধিমান্, ৪৯। শ্রেষ্ঠ ও ৫০। ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটী গুণযুক্ত।

৭৩। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান।

অনুভাষ্য

ইব) স্বপিতি (শেতে) ; ত্বং তু জগতি [একা] বীতনিদ্রা [সতী] ন শেষে (ন স্বপিষি, শয়নেচ্ছামপি ন কুরুষে, পরন্তু নিদ্রাভঙ্গং কুর্ব্বতী) বিলপসি (তদনুচিতমিত্যর্থঃ)। হে সখি, [অথবা নাপরাধস্তব, যতঃ] বয়ং ইব ত্বং নলিন-নয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন (পদ্মলোচনস্য ভগবতঃ হাসেন সহিতম্ উদারং যৎ লীলেক্ষিতং তেন অকুণ্ঠিতস্মিতকটাক্ষেণ) কচ্চিৎ গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা (অতিশয়েন আকৃষ্টচিত্তা)।

৬৩। নায়কানাং মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণস্তু শিরোরত্নং (চূড়ামণিঃ) ; যত্র (কৃষ্ণে) সর্ব্বে মহাগুণাঃ নিত্যতয়া বিরাজন্তে (শোভন্তে)।

৬৪। আদি, ৪র্থ পঃ ৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৬-৭২। অয়ং নেতা (নায়কঃ কৃষ্ণঃ) সুরম্যাঙ্গঃ (পরমরমণীয়াঙ্গ-সন্নিবেশযুক্তঃ) সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ (সামুদ্রিক-শাস্ত্রোক্তগুণোত্থদ্বাত্রিংশচ্ছুভচিহ্নযুক্তঃ অঙ্কোত্থষোড়শরেখাসমন্বিতশ্চ) রুচিরঃ (লোচনানন্দিসৌন্দর্য্যবিশিষ্টঃ) তেজসাযুক্তঃ (তেজস্বী,) বলীয়ান্ (বলী), বয়সান্বিতঃ (নিত্যকিশোরবয়ঃ) বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ (নানাপূর্ব্ব-ভাবভাষাকুশলঃ) সত্যবাক্যঃ (ঋতগীঃ), প্রিয়ম্বদঃ, বাবদূকঃ (শ্রুতিমধুররসালঙ্কারাদিযুক্তবচন-প্রয়োগক্ষমঃ), সুপাণ্ডিত্যঃ (অপ্রাকৃতবিদ্যানিপুণঃ) প্রতিভান্বিতঃ (নবনবপ্রকাশশালিনীবুদ্ধিযুক্তঃ), বিদগ্ধঃ (কলাবিলাসকুশলঃ), চতুরঃ (ধীমান্),

আরও ৫টী অধিকগুণ-বর্ণন ; রুদ্রাদি শ্রেষ্ঠ-জীবে এই ৫৫টী গুণ আংশিকভাবে ও বিষ্ণুতে পূর্ণরূপে নিত্যবর্ত্তমান ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৩৭-৩৮)—

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু ।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥ ৭৪ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীনারায়ণে আর ৫টী অধিক গুণ অর্থাৎ ৬০টী গুণ পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৩৯-৪০)—

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদি-বর্ত্তিনঃ ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥ ৭৬ ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥ ৭৭ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণে নারায়ণাপেক্ষা আরও ৪টী নিজস্ব অধিক গুণ অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪টী গুণ পরিপূর্ণরূপে নিত্যবর্ত্তমান ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৪১-৪৪)—

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ ।
অতুল্যমধুরপ্রেম-মণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥ ৭৮ ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥ ৭৯ ॥
লীলা-প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪-৭৫। এই পঞ্চাশের উপর আরও পাঁচটী মহাগুণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণে (বিষ্ণুতে) এবং আংশিকরূপে শিবাদি-দেবতায় বর্ত্তমান—(১) সর্ব্বদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্য-নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, (৫) অখিলসিদ্ধি-বশকারী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত।

৭৬-৭৭। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আরও পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান। তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে নাই,—১। অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, ২। কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, ৩। সকল অবতার-বীজত্ব, ৪। হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, ৫। আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।

৭৮-৭৯। এই ষাট্‌গুণের অতিরিক্ত আরও চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে ; তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই—(১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্যপ্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তা-কর্ষি-মুরলী গীতগানকারী, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে,—এবম্বিধ সৌন্দর্য্যশালী।

৮০। এইপ্রকার (প্রেমময়ী) লীলা, অত্যুৎকৃষ্ট প্রিয়াসঙ্গ

অনুভাষ্য

দক্ষঃ (নিপুণঃ), কৃতজ্ঞঃ (ভক্তপ্রেমপ্রতিদানকারী), সুদৃঢ়ব্রতঃ (সত্যসন্ধঃ), দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ (দেশকালপাত্রবিৎ), শাস্ত্রচক্ষুঃ (বেদদৃক্), শুচিঃ, বশী (আত্মবশঃ), স্থিরঃ (অচলঃ আফলোদয়-কর্ম্মকৃৎ), দান্তঃ (ক্লেশসহিষ্ণুঃ), ক্ষমাশীলঃ (পরাপরাধসহিষ্ণুঃ), গম্ভীরঃ, ধৃতিমান্ (অবরুদ্ধসৌরতঃ, জিতেন্দ্রিয়ঃ), সমঃ (রাগ-দ্বেষবিহীনঃ), বদান্যঃ (উদারঃ), ধার্ম্মিকঃ, শূরঃ (সমরে উৎসাহা-ন্বিতঃ), করুণঃ (দয়ালুঃ), মান্যমানকৃৎ (মাননীয়জনেষু পূজকঃ), দক্ষিণঃ (সরলোদারঃ), বিনয়ী (অমানী), হ্রীমান্ (আত্মপ্রশং-সায়াং লজ্জাশীলঃ), শরণাগতপালকঃ (প্রপন্নরক্ষকঃ), সুখী (নিত্যামোদী) ভক্তসুহৃৎ (সেবকবন্ধুঃ), প্রেমবশ্যঃ (প্রেমবাধ্যঃ), সর্ব্বশুভঙ্করঃ (সর্ব্বেষাং হিতকারী), প্রতাপী (প্রভাবশালী), কীর্ত্তিমান্ (সুভদ্রশ্রবাঃ), লোক-রক্তঃ (লোকানুরাগভাক্), সাধু-সমাশ্রয়ঃ (জগতি সজ্জনপক্ষাশ্রিতঃ), নারীগণমনোহারী (ভুবন-মনোমোহনঃ), সর্ব্বারাধ্যঃ (সর্ব্বেশ্বরঃ), সমৃদ্ধিমান্ (বৈভব-শালী), বরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ), ঈশ্বরঃ (প্রভুঃ) চ—ইতি অমী পঞ্চাশৎ গুণাঃ সমুদ্রাঃ (পাররহিতাঃ সিন্ধবঃ) ইব দুর্ব্বিগাহাঃ (সম্যক্ জ্ঞাতুম্ অশক্যাঃ অগাধাঃ ইত্যর্থঃ)।

৭৩। এতে গুণাঃ বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ জীবেষু বসন্তঃ অপি তত্রৈব পুরুষোত্তমে পরিপূর্ণতয়া ভান্তি।

৭৪-৭৫। অথ গিরিশাদিষু (শিবাদিষু) যে পঞ্চগুণাঃ অংশেন (অপূর্ণভাবেন) স্যুঃ (বর্ত্তন্তে, তে উচ্যন্তে) ;—সদাস্বরূপ-সংপ্রাপ্তঃ (মায়য়া অনভিভাব্যানুভূতিবিশিষ্টঃ), সর্ব্বজ্ঞঃ (অভিজ্ঞঃ, ভূত-ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানেতি ত্রিকালজ্ঞঃ), নিত্যনূতনঃ (স্বমাধুরীভিঃ অননু-ভূতঃ ইব নবনবায়মানঃ), সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ (ঘনসচ্চিদানন্দবিগ্রহাকারঃ) সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ (সর্ব্বৈঃ প্রাপ্যফলৈরর্চ্চিত-চরণঃ) স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ [পাঠান্তরে, স্ববেশত্যাদি-শেষদ্বিচরণয়োরভাবঃ]।

৭৬-৭৭। অথ লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ (লক্ষ্মীপতি-নারায়ণাদি-বিগ্রহে বর্ত্তমানাঃ) যে পঞ্চগুণাঃ, তে উচ্যন্তে—অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ (অপরিমেয়-মহাশক্তিশালী), কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ (কোটিব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী বিগ্রহো যস্য সঃ), অবতারাবলীবীজং (নিখিলাবতার-কারণং), হতারিগতিদায়কঃ (নিহতশত্রূণামপি মুক্তিদাতা), আত্মারামগণাকর্ষী (ব্রহ্মভূতমুক্তপরমহংসানামপি আকর্ষকঃ) ইতি অমী (গুণাঃ) কৃষ্ণে অদ্ভুতাঃ কিল।

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণাকর্ষী ২৫টী গুণ বর্ণন ঃ—

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ—প্রধান।
যেই গুণের 'বশ' হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ৮১ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরাধাপ্রকরণে (১১-১৫)—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্তন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নব-বয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥ ৮২ ॥
চারু-সৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥ ৮৩ ॥
বিনীতা করুণা-পূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যা গাম্ভীর্য্যশালিনী ॥ ৮৪ ॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশঃ ॥ ৮৫ ॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রব-কেশবা ॥ ৮৬ ॥

আলম্বন দ্বিবিধ—(১) একমাত্র 'বিষয়' কৃষ্ণ ও (২) বহুবিধ 'আশ্রয়', তন্মধ্যে শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ঃ—

নায়ক-নায়িকা,—দুই রসের 'আলম্বন'।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ,—রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

(অর্থাৎ প্রেমিক-প্রিয়জনবাৎসল্য), রূপমাধুর্য্য ও বেণুমাধুর্য্য—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। চারিপ্রকার ভেদে অর্থাৎ সাধারণ-জীব, গিরিশাদি দেবতা, নারায়ণাদি পরমেশ্বরস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ (স্বয়ংরূপ) গোবিন্দ-ভেদে, সর্ব্বশুদ্ধ গণনায় চতুঃষষ্টি গুণ উদাহৃত হইয়াছে।

৮২-৮৬। এখন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রধান প্রধান গুণসকল কীর্ত্তন করা যাইতেছে,—(১) মধুরা, (২) নবীনবয়স-যুক্তা, (৩) চঞ্চল-নেত্রা, (৪) উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা, (৫) সুন্দর-সৌভাগ্যরেখাযুক্তা, (৬) সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, (৭) সঙ্গীত-প্রসারজ্ঞা, (৮) রমণীয় বাগ্‌বিশিষ্টা, (৯) নর্ম্মগুণে পণ্ডিতা, (১০) বিনীতা, (১১) করুণা-পূর্ণা, (১২) চতুরা, (১৩) পাটবান্বিতা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্য্যাদা, (১৬) ধৈর্য্যযুক্তা, (১৭) গাম্ভীর্য্যময়ী, (১৮) সুবিলাসযুক্তা, (১৯) পরমোৎকর্ষে মহা-ভাবময়ী, (২০) গোকুলপ্রেমের বসতি, (২১) আশ্রয় জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত-যশোযুক্তা, (২২) গুরুলোকে অর্পিত গুরুস্নেহবতী, (২৩) সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, (২৫) সর্ব্বদা কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী।

অনুভাষ্য

৭৮-৭৯। সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ (সর্ব্বেষাম্ অদ্ভুতানাং চমৎকারঃ বিস্ময়োৎপাদকঃ যতঃ এবম্ভুতা যা লীলাকল্লোলানাং তরঙ্গাণাং বারিধিঃ, সকলবিচিত্রবিস্ময়কারিণী-লীলাশ্রয়ঃ) অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ (অতুল্যেন মধুর-প্রেম্‌ণা মণ্ডিতঃ প্রিয়জনসমূহঃ যেন সঃ, অনুপম-মধুরপ্রেমালঙ্কৃত-নিজপ্রেষ্ঠজনঃ) ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকল-কূজিতঃ (গোলোক-পরব্যোম-দেবীধামেতি ত্রয়াণাং ত্রিজগতাং মানসানি আকর্ষ্টুং শীলমস্য তথাভূতং মুরল্যাঃ বংশ্যাঃ কলং মধুরাস্ফুটং কূজিতং ধ্বনিঃ যস্য সঃ), অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিত-চরাচরঃ (যেন সহ সমং যতঃ উর্দ্ধং রূপম্ অন্যেষাং নাস্তি, তাদৃশাদ্বিতীয়-সৌন্দর্য্য-শ্রিয়া বিস্মাপিতং কৌতূহলোৎপাদিতং চরাচরং স্থির-জঙ্গমং যেন সঃ)।

৮০। লীলাপ্রেম্‌ণা প্রিয়াধিক্যং বেণুরূপয়োঃ মাধুর্য্যম্ ইতি গোবিন্দস্য অসাধারণং চতুষ্টয়ং [লক্ষণং] প্রোক্তম্—এবং চতুর্ভেদাঃ গুণাঃ [সর্ব্বসাকল্যেন] চতুঃষষ্টিঃ উদাহৃতাঃ।

৮২-৮৬। অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ (শ্রীরাধিকায়াঃ) প্রবরাঃ (প্রধানাঃ) গুণাঃ কীর্ত্তন্তে,—ইয়ং (শ্রীরাধিকা) মধুরা (মাধুর্য্য-বতী), নববয়াঃ (নবং বয়ঃ যস্যাঃ সা, কিশোরী), চলাপাঙ্গা (চলঃ চঞ্চলঃ অপাঙ্গঃ যস্যাঃ সা), চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা (চারবঃ সৌভাগ্যরেখাঃ তাভিঃ আঢ্যা যুক্তা), গন্ধোন্মাদিতমাধবা (গন্ধেন স্বীয়াঙ্গসুরভিণা উন্মাদিতঃ মাধবো যয়া), সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা (সঙ্গীতস্য প্রসরে বিস্তারে অভিজ্ঞা পারদর্শিনী), রম্যবাক্ (রম্যা শ্রুতিমনোজ্ঞা বাক্ যস্যাঃ সা), নর্ম্মপণ্ডিতা (নর্ম্মণি পরিহাস-কর্ম্মণি পণ্ডিতা অভিজ্ঞা), বিনীতা (নম্রা), করুণাপূর্ণা (স্বাশ্রিত-গোপী-দুঃখসহনে অসমর্থা, পরম-দয়াময়ী), বিদগ্ধা (রতিকলা-ভিজ্ঞা) পাটবান্বিতা (কর্ত্তব্য-কুশলা), লজ্জাশীলা (স্বপ্রশংসায়াং বীতস্পৃহা), সুমর্য্যাদা (কৃষ্ণ-গৌরবিণী), ধৈর্য্যা (ধীরা) গাম্ভীর্য্য-শালিনী (অচঞ্চলা), সুবিলাসা (লীলাময়ী), মহাভাবপরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী (মহাভাবস্য পরমোৎকর্ষবিষয়ে তৃষ্ণান্বিতা), গোকুলপ্রেম-বসতিঃ (গোকুলবাসিনাং প্রেমাস্পদং), জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশঃ (জগতাং আশ্রয়বর্গাণাং শ্রেণীষু লসন্তি যশাংসি যস্যাঃ সা), গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা (গুরুজনানামধিক-স্নেহপাত্রী), সখী-প্রণয়িতাবশা (সখীনাং প্রণয়িতস্য প্রণয়ভাবস্য বশা বশীভূতা), কৃষ্ণপ্রিয়াবলী-মুখ্যা (কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা), সন্ততাশ্রবকেশবা (সন্ততং অবিরতম্ আশ্রবঃ বশম্বদঃ কেশবঃ যস্যাঃ সা)।

শান্ত ব্যতীত অপর সেবকগণের রসচতুষ্টয়ে
কৃষ্ণসেবা-বর্ণন ঃ—

এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ ।
যৈছে রস হয়, শুন তাহার লক্ষণ ॥ ৮৮ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৭-১০)—

ভক্তিনির্ধূত-দোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্ ।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥ ৮৯ ॥
জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্ ।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানতিষ্ঠতাম্ ॥ ৯০ ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা ।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥ ৯১ ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি ।
প্রৌঢ়ানন্দশ্চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥ ৯২ ॥

এই চিন্ময় অপ্রাকৃত রসাস্বাদন—অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণাশ্লিষ্ট মুক্ত কৃষ্ণ-ভক্তের পক্ষেই সম্ভব, জড় কুরসিকের পক্ষে অসম্ভব ঃ—

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে ।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯-৯২। যাঁহারা—ভক্তিদ্বারা নির্ধূতদোষ, প্রসন্ন ও উজ্জ্বল-চিত্ত, শ্রীভাগবতে অনুরক্ত, রসিকগণের সঙ্গে রঙ্গযুক্ত, গোবিন্দ-চরণ-ভক্তিসুখশ্রীই যাঁহাদের জীবনস্বরূপ, প্রেমের অন্তরঙ্গভূত কৃত্য-সকলের অনুষ্ঠানকারী, সেই ভক্তদিগের হৃদয়ে পুরাতন ও আধুনিক সংস্কারদ্বারা উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতি রসতা লাভ করিয়া বিরাজমানা হন। উহা কৃষ্ণাদি বিভাবাদিদ্বারা অনুভব-পথে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকাররূপ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

অনুভাষ্য

৮৮। যেরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও বৃষভানুকুমারী মধুর-রসে শ্রেষ্ঠ আলম্বনদ্বয়, সেইরূপ দাস্যরসে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও চিত্রক, রক্তক, পত্রক প্রভৃতি এবং সখ্যরসে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি সখা এবং বাৎসল্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও নন্দ-যশোদাদিই শ্রেষ্ঠ 'আলম্বন'।

৮৯-৯২। ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং (ভক্ত্যা নির্ধূতাঃ ক্ষালিতাঃ দোষাঃ যেষাং) প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং (প্রসন্নম্ উজ্জ্বলং চেতঃ যেষাং) শ্রীভাগবতরক্তানাং (শ্রীভাগবতার্থানাং আস্বাদনে অনুরক্তানাং) রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং (রসিকৈঃ সহ রসাস্বাদন-তৎপরাণাং) জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং (জীবনী-ভূতা গোবিন্দপাদ-ভক্তিসুখশ্রীঃ কৃষ্ণসেবাসুখসম্পত্তিঃ যেষাং) প্রেমান্তরঙ্গভূতানি (প্রেম্ণঃ অন্তরঙ্গভূতানি) কৃত্যানি (অনু-ষ্ঠানাদীনি) অনুতিষ্ঠতাং ভক্তানাং হৃদি সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতি এব রাজন্তী। তু অনুভবাধ্বনি (অনুভব-মার্গে) কৃষ্ণাদিভিঃ বিভাবাদ্যৈঃ গতৈঃ রস্যতাং (রসত্বং) নীয়মানা পরাং প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠাং (সান্দ্রানন্দপরাকাষ্ঠাম্) আপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)।

শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।১৩১)—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥ ৯৪ ॥

প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিচার সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই 'প্রয়োজন'-বিবরণ ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ—এই 'কৃষ্ণপ্রেম' মহাধন ॥ ৯৫ ॥

পূর্ব্বে প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপকে
কৃষ্ণরস-শিক্ষা-দান ঃ—

পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে ।
তোমার ভাই রূপে কৈলুঁ শক্তিসঞ্চারে ॥ ৯৬ ॥

প্রভুর বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতনকে আচার্য্যোচিত চারিটী
সাম্প্রদায়িক সেবাভার প্রদান ঃ—

তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার ।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥ ৯৭ ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার ।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করহ প্রচার ॥" ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। অভক্তগণের পক্ষে এই ভগবদ্রস—সর্ব্বপ্রকারে দুরূহ; কৃষ্ণপাদপদ্মই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, ভক্তিরস—তাঁহাদেরই লভ্য।

৯৮। ভক্তি-স্মৃতিশাস্ত্র—'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ।

অনুভাষ্য

৯৪। অভক্তৈঃ (ভুক্তিমুক্তিপিপাসুভিঃ হরিবিমুখৈঃ জনৈঃ) অয়ং ভগবদ্রসঃ সর্ব্বথা এব দুরূহঃ (দুর্ল্লভঃ), কিন্তু তৎপাদাম্বুজ-সর্ব্বস্বৈঃ (ঐকান্তিকভক্তৈঃ) এব অনুরস্যতে (আস্বাদ্যঃ স্যাৎ)।

৯৮। ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার—শ্রীদশম-স্কন্ধের টিপ্পনী 'বৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী' ও বৃহদ্ভাগবতামৃতাদিগ্রন্থ প্রকাশপূর্ব্বক (১) শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সংস্থাপন, (২) লুপ্ততীর্থোদ্ধার—বৃন্দাবনের কুণ্ডাদি ও অন্যান্য স্থানের নিরূপণ, (৩) বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা—শ্রীমূর্ত্তি-প্রকটনপূর্ব্বক সেবার প্রকাশ, (৪) বৈষ্ণব-আচার—বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার-প্রবর্ত্তন ও প্রচার এবং বৈষ্ণব-সমাজ-সংস্থাপন,—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক সেবাভার শ্রীসনাতন গোস্বামীকে প্রদান করিলেন।

যুক্ত-বৈরাগ্যই জীবের কাম্য ও সাধ্য এবং
ফল্গু-বৈরাগ্য—সর্ব্বথা ত্যাজ্য ঃ—

যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল ॥ ৯৯ ॥

গীতায় কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তের তটস্থলক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১২।১৩-২০)—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১০০ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০১ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১০২ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৩ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৪ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৫ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৯। জগৎকে কৃষ্ণসম্বন্ধে ব্যবহার করিলেই 'যুক্ত-বৈরাগ্য' হয়, জগৎকে 'তুচ্ছ'জ্ঞান করিয়া সন্ন্যাস করিলেই 'শুষ্ক-বৈরাগ্য' হয়।

১০০-১০১। যে ভক্ত সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, মৈত্র, করুণ, মমতা-রহিত, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়, ভক্তি-যোগী এবং মদর্পিত-মনোবুদ্ধি, তিনি—আমার প্রিয়।

১০২। যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না, যিনি লোককে উদ্বেগ দেন না এবং হর্ষ ও ক্রোধ-ভয়রূপ উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিও আমার প্রিয়।

১০৩। আমার যে ভক্ত—অপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, পটু, উদাসীন, ব্যথারহিত, সর্ব্বারম্ভত্যাগী, তিনি—আমার প্রিয়।

১০৪। যিনি—হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও আকাঙ্ক্ষা-রহিত এবং যিনি শুভাশুভ-ফলত্যাগী ও ভক্তিমান্, তিনি—আমার প্রিয়।

১০৫-১০৬। শত্রুমিত্রে ও মানাপমানে সমবুদ্ধি, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, আসক্তিরহিত, নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্য-বুদ্ধি, মৌনী, যাহাতে তাহাতেই সন্তুষ্ট, গৃহরহিত, স্থিরমতি ভক্তিমান্ ব্যক্তি—আমার প্রিয়।

অনুভাষ্য

৯৯। এখানে পাঠান্তরে,—"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হ-মুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।" এবং "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।"—এই শ্লোকদ্বয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের দ্বিতীয়লহরী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১০০-১০১। সর্ব্বভূতানাং (সকলজীবানাম্) অদ্বেষ্টা (হিংসা-রহিতঃ), মৈত্রঃ (উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে যঃ সঃ), করুণঃ (হীনেষু কৃপালুঃ), নির্ম্মমঃ (মমতারহিতঃ, উদা-সীনঃ), নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখ (সুখদুঃখে তুল্যভাববিশিষ্টঃ), ক্ষমী (অপরাধসহনশীলঃ), সততং (লাভেঽলাভে চ) সন্তুষ্টঃ (সুপ্রসন্ন-চিত্তঃ), যোগী (অপ্রমত্তঃ), যতাত্মা (সংযতস্বভাবঃ), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ঃ যস্য সঃ), ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধি (অর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন, এবম্ভূতঃ) যঃ মদ্ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ।

১০২। যস্মাৎ (সকাশাৎ) লোকঃ ন উদ্বিজতে (ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং না প্রাপ্নোতি), যঃ চ লোকান্ ন উদ্বিজতে, যঃ চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষঃ স্বস্য ইষ্টার্থলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লাভে অসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগঃ ভয়াদিনিমিত্ত-চিত্তক্ষোভঃ, এতৈঃ) যঃ মুক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ।

১০৩। যঃ অনপেক্ষঃ (অন্যাপেক্ষারহিতঃ যদৃচ্ছয়োপস্থিতে-ঽপ্যর্থে নিস্পৃহঃ), শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচসম্পন্নঃ), দক্ষঃ (অনলসঃ), উদাসীনঃ (পক্ষপাতরহিতঃ), গতব্যথঃ (আধিশূন্যঃ), —সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ এবম্ভূতঃ ভক্তঃ), স মে প্রিয়ঃ।

১০৪। যঃ [প্রিয়ং প্রাপ্য] ন হৃষ্যতি, [অপ্রিয়ং প্রাপ্য] ন দ্বেষ্টি, [ইষ্টার্থনাশে সতি যঃ] ন শোচতি, [অপ্রাপ্তমর্থং যঃ] ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ) [এবম্ভূতঃ ভূত্বা যঃ ময়ি] ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ।

১০৫-১০৬। শত্রৌ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ (সম্মানা-সম্মানেষু) অপি সমঃ (একঃ তুল্যব্যবহারঃ ইত্যর্থঃ), শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু (শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ চ), সমঃ (তুল্যঃ), সঙ্গবর্জ্জিতঃ (ক্বচিদপ্যনাসক্তঃ, অপরসহায়হীনঃ বা), তুল্য-নিন্দাস্তুতিঃ (তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ, প্রশংসা-নিন্দা-সম-বুদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ) মৌনী (সংযতবাক্), যেন কেনচিৎ (যথালব্ধেন) সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ (নিয়তবাসশূন্যঃ গৃহবর্জ্জিতঃ ইত্যর্থ), স্থির-মতিঃ (ব্যবস্থিতচিত্তঃ, এবম্ভূতঃ যঃ ময়ি) ভক্তিমান্ নরঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১০৭ ॥

ভক্ত্যনুগ শুদ্ধবৈরাগ্যমূলক-বাক্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৫)—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ ।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৭। যাঁহারা এই (২য় শ্লোক হইতে ১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত) ধর্ম্মামৃত শ্রদ্ধধান এবং মৎপর হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত ও অতিশয় প্রিয় হন।

১০৮। অহো, পথে কি জীর্ণ কাপড় পড়িয়া থাকে না, বৃক্ষ-সকল কি ভিক্ষা দান করে না, নদী ইত্যাদি কি সব শুষ্ক হইয়াছে? গুহাসকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? ঈশ্বর কি উপসন্ন ব্যক্তিদিগকে পালন করেন না? যদি তাহাই হয়, তবে পণ্ডিতসকল ধন-দুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিদিগকে কেন ভজন করেন?

অনুভাষ্য

১০৭। যে (ভক্তাঃ) যথোক্তং (উক্তপ্রকারম্) ইদং ধর্ম্মামৃতং (ধর্ম্মমেবামৃতম্ অমৃতসাধনত্বাৎ) পর্য্যুপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি), শ্রদ্ধধানাঃ (শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ) মৎপরমাঃ চ (মন্নিরতাঃ সন্তঃ) মদ্ভক্তাঃ তে মে অতীব প্রিয়াঃ [ভবন্তি]।

১০৮। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে স্থূলজগতের ধারণাময় ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া অনাসক্তভাবে যাবন্নির্ব্বাহপ্রতিগ্রহরূপ যুক্ত-বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন,—

পথি চীরাণি (ছিন্নবস্ত্রখণ্ডাণি) কিং ন সন্তি (ত্যক্তানি, ন বর্ত্ততে)? পরভৃতঃ (পরান্ বিভ্রতি ফলাদিভিঃ পুষ্ণন্তি যে তথা-ভূতাঃ) অঙ্ঘ্রিপাঃ (বৃক্ষাঃ) ভিক্ষাং ন এব দিশন্তি (ন দাস্যন্তি কিম্)? সরিতঃ (সরাংসি নদ্যঃ) অপি অশুষ্যন্ (শুষ্কাঃ কিম্)? গুহাঃ (গিরিদর্য্যঃ) রুদ্ধাঃ কিম্? অজিতঃ (বিষ্ণুঃ) উপসন্নান্ (শরণাগতান্) কিং ন অবতি (রক্ষতি)? [যদ্যেবং, তদা] কবয়ঃ (হরিরসবিদঃ পণ্ডিতাঃ) কস্মাৎ (কেন হেতুনা) ধনদুর্ম্মদান্ধান্ (ধনেন যঃ দুর্ম্মদঃ তেন অন্ধান্ নষ্ট-বিবেকান্) ভজন্তি (অনুগচ্ছন্তি)?

১১০। হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি ১৯ অধ্যায়ে—"মনুষ্যলোকা-দূর্দ্ধং তু খগানাং গতিরুচ্যতে। আকাশস্যোপরি রবির্দ্বারং স্বর্গস্য ভানুমান্।। স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিতঃ। তত্র সোম-গতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্।। তস্যোপরি গবাং লোকঃ

সনাতনের পরিপ্রশ্নে প্রভুকর্ত্তৃক ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন ঃ—

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা ।
ভাগবত-গূঢ়সিদ্ধান্ত প্রভু সকলি কহিলা ॥ ১০৯ ॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্যস্থিতি ।
ইন্দ্র আসি' করিল যবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ॥ ১১০ ॥

কতিপয় অসুরমোহিনী অনিত্য প্রাকৃত ঘটনা ঃ—

মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান ।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥ ১১১ ॥

অনুভাষ্য

সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। সহি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণঃ মহাকাশগতো মহান্।। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্।। ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ। গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ।। সঃ তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাম্।।" অর্থাৎ গোবর্দ্ধন-ধারণের পর ইন্দ্র কৃষ্ণকে এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন.—"মনুষ্যলোকের উর্দ্ধভাগে পক্ষিগণের গতি। আকাশের উপর স্বর্গের প্রকাশমান সূর্য্যদ্বার এবং স্বর্গের উর্দ্ধদেশে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত ব্রহ্মলোক। দেবীধামের উপরে সেই ধামে উমার সহিত শিব বর্ত্তমান ; তাহা তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মাদি মুক্তপুরুষগণের আবাস-স্থল। বৈকুণ্ঠের উপর গোলোক, তাহা শ্রীমতী রাধিকাদি ও নন্দ-যশোদাদি সাধ্যগণ পালন করেন। বৈকুণ্ঠাদি ধাম—গোলোকের তুলনায় স্বল্পাকাশ মাত্র ; গোলোকই মহাকাশ। আমরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আপনার তপোময়ী গতিরূপা সর্ব্বোপরি গোলোক-পতির উপলব্ধি করিতে পারি নাই। নারায়ণদাস্যেই বৈকুণ্ঠলাভ হয় ; কিন্তু গোগণের লোক সেই গোলোক—অত্যন্ত দুরারোহ। হে কৃষ্ণ, সেই গোলোকের সহিত তুমি এখানে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং আমি যে উপদ্রব করিয়াছি, তাহা যে আমার মূঢ়তাপ্রসূত, তাহাই স্তবের দ্বারা জানাইতেছি।"

এইস্থানে নীলকণ্ঠ স্ব-টীকায় লিখিয়াছেন,—"তথা চ মন্ত্র-বর্ণঃ—(ঋক্ সং ১।২১।১৫৪।৬) "তা বাং বাস্তূন্যশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা আয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি" ইতি।—তানি বাং যুবয়োঃ রামকৃষ্ণয়োর্বাস্তূনি রম্যস্থানানি গমধ্যৈ গন্তুম্ উশ্মসি উশ্মঃ কাময়ামহে, ন তু তত্র গন্তুং প্রভবামঃ, যত্র যেষু বাস্তুষু ভূরিশৃঙ্গাঃ মহাশৃঙ্গ-বত্যো গাবঃ আয়াসঃ সঞ্চরন্তি। অত্র ভূলোকে অহ নিশ্চিতং তৎ গোলোকাখ্যং পরমং পদং ভূরি অত্যন্তং মুখ্যাদপি বিশিষ্টম্ অবভাতি অত্যন্তং শোভতে। বৃষ্ণঃ আনন্দবর্ষুকস্য উরুগায়স্য মহাকীর্ত্তেরিত্যর্থঃ। *

* *সেই বিষয়ে বৈদিক মন্ত্রবর্ণ প্রমাণ, যেমন ঋক্‌সংহিতায় "তা বাং" ইত্যাদি ;—'বাং' আপনাদের দুইজনের অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের 'তানি*

প্রভুকর্ত্তৃক উক্ত মৌষললীলাদি-সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যা ঃ—

মহিষী-হরণ আদি, সব—মায়াময় ।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥ ১১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১২। 'কাককৃষ্ণকেশ'-রূপ কৃষ্ণাবতার—এই যে বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান, তাহাকে ধিক্কার করিয়া 'ক+ঈশ=কেশ' অর্থাৎ কৃষ্ণ—'ব্রহ্মার ঈশ্বর' এইরূপ শুদ্ধব্যাখ্যান শিক্ষা দিয়াছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১১১-১১২। মহাভারতের মৌষল-লীলা, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলা, কেশাবতার ও মহিষীহরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা,—সমস্তই মিথ্যা, নিত্য অপ্রাকৃতলীলা নহে। মূঢ়মতি প্রাপঞ্চিক বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুর লোকদিগের মোহ ও ভ্রমোৎপাদনের উদ্দেশে ঐগুলি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।।

কেশাবতার—(ভাঃ ২।৭।২৬ দ্রষ্টব্য) ; বিষ্ণুপুরাণে—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহাবল" ; মহাভারতে—"স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ো রোহিণীং দেবকীঞ্চ।। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূবঃ যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশঃ যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্ত ইতি।। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে কেশাবতারের এইরূপ উল্লেখ আছে,—'শ্রীহরি আপনার মস্তক হইতে শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন করিয়াছিলেন। কেশদ্বয় যদুকুলস্ত্রী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হইলে প্রথম শ্বেত-কেশ হইতে বর্ণানুসারে 'বলদেব' ও দ্বিতীয় কৃষ্ণ-কেশ হইতে 'কৃষ্ণ' উৎপন্ন হইলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুরেতর অসুরগণকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিতা ধরার ক্লেশনাশের জন্য যিনি অংশদ্বারা সিতকৃষ্ণ হন, সেই হরি অবতীর্ণ হইয়া নিজ মহত্ত্বসূচক কর্ম্ম করিবেন।।" এস্থলে লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণামৃত-নামক পূর্ব্বখণ্ডে ১৫৬-১৬৪ সংখ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ—ক্ষীরোদশায়ীর কেশের অবতার' এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনমুখে শ্রীরূপপ্রভুর ও তট্টীকাকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর বিচার এবং ষট্সন্দর্ভান্তর্গত কৃষ্ণসন্দর্ভে ২৯ সংখ্যায় ও সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীজীবপ্রভুর বিচার আলোচ্য।

প্রভুচরণে সনাতনের দৈন্য ও প্রার্থনা ঃ—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
নিবেদন করে দন্তে তৃণ-গুচ্ছ লঞা ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতানুকণা—১১১-১১২। "মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান"—মৌষললীলা ও শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগাদি লীলা যে ইন্দ্রজালবৎ ভগবৎ-মায়াবলে রচিত, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার সারথি দারুককে জানাইয়াছেন,—"ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। মন্মায়া-রচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ।।" (ভাঃ ১১।৩০।৪৯)—'অধুনা প্রাকৃত-লোকচক্ষে প্রকাশিত 'মৌষল' ও 'দেহত্যাগাদি' সমস্ত লীলাই যে ইন্দ্রজালবৎ আমার মায়াদ্বারা রচিত, তাহা বিশেষভাবে জানিয়া তুমি উপেক্ষশীল হও। 'তু'-শব্দে বলিতেছেন যে, আমার বিরোধী অন্য প্রাকৃত লোক উহাতে মুগ্ধ হয় হউক, কিন্তু তোমার মোহ যুক্তিসঙ্গত নহে।' (ক্রমসন্দর্ভ)। পশ্চাৎ শ্রীশুকদেব গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিৎকে উক্ত রহস্য জ্ঞাপন করিয়াছেন,—"রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা, মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।" (ভাঃ ১১।৩১।১১)—হে রাজন্! নট অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যেমন রঙ্গমঞ্চে সকলের সম্মুখে ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদিদ্বারা নিজদেহ পরিত্যাগ দেখাইয়া সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করে, পরন্তু নটের নিজদেহধারণই যেমন সত্য, তাহার নিজদেহত্যাগই মিথ্যা, তদ্রূপ পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলাও মায়াভিনয় মাত্র জানিবে। 'নতুবা যিনি যমলোক হইতে গুরুপুত্রকে সশরীরে আনয়ন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাস্ত্র হইতে তোমাকেও রক্ষা করিয়াছিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ব্যাধকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি আত্মরক্ষণে অসমর্থ?' (ভাঃ ১১।৩১।১২)।

মৌষললীলা ও তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধানাদি লীলা যে কি-প্রকার মায়া-রচিতা, তাহা "এতে ঘোরাঃ" (ভাঃ ১১।৩০।৫)-শ্লোকে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত টীকায় ব্যক্ত হইয়াছে,—'কুরুক্ষেত্রযাত্রায় আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) মিলিবার জন্য নানাদিক্-দেশ হইতে আগত লোকগণের মধ্যে 'কলি' অলক্ষিতে আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল,—'প্রভো! পৃথিবীতে আমার অধিকার কবে হইবে?' তদুত্তরে আমি বলিয়াছি,—'আমার লীলা সমাপ্তির পরই আমা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত অধিকার লাভ করিয়া তুমি (কলি) পৃথিবী অধিকার করিবে।' কিন্তু আমার অবতারে সম্প্রতি এই ধর্ম্ম চতুষ্পাদরূপেই এমনকি সত্যযুগ অপেক্ষাও অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের এই প্রাবল্য থাকিলে কলি কিরূপে অধিকার লাভ করিতে পারিবে? যেহেতু, ধর্ম্মের একপাদ মাত্র অবশেষ থাকিলেই কলির অধিকার-লাভের যোগ্যতা থাকে,—এই নিয়ম। (যদি বল,) 'কারণ

বাস্তুনি' সেই রম্য স্থানসমূহে 'গমধ্যৈ' গমন করিতে 'উশ্মসি' কামনা করি, কিন্তু সেখানে গমন করিতে সমর্থ নহি, 'যত্র' যে ভূমিসমূহে 'ভূরিশৃঙ্গাঃ' মহাশৃঙ্গবিশিষ্ট গাভীগণ 'আয়াসঃ' বিচরণ করেন। 'অত্র' এই ভূলোকে 'অহ' নিশ্চিতভাবে সেই গোলোক-নামক পরমপদ 'ভূরি' মুখ্য হইতেও অত্যন্ত বিশিষ্টরূপে 'অবভাতি' শোভিত। 'বৃষ্ণঃ' আনন্দবর্ষী 'উরুগায়স্য' মহাকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ, এই অর্থ।

**"নীচজাতি, নীচসেবী, মুঞি—সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলা,—যেই ব্রহ্মার অগোচর ॥ ১১৪ ॥**

**তুমি যে কহিলা, এই সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু ॥ ১১৫ ॥**

নাশ হইলে কার্য্যও নাশ হইয়া থাকে, এই ন্যায়ানুসারে জগতে আমার প্রাকট্যের অভাবে তখন সেই চতুষ্পাদ ধর্ম্মেরও অবলুপ্তি ঘটিবে'—তাহা বলিতে পার না, যেহেতু আমার সর্ব্বজগৎপাবনী মহাকীর্ত্তি সকল কালেই জাগরূক হইয়া বর্ত্তমান। আবার, আমার অনুকূল, প্রতিকূল ও তটস্থ লোকগণের মধ্যে প্রতিকূলগণ আমার দ্বারা সংহার হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীরামাবতারের ন্যায়ই সর্ব্বলোকসমক্ষে নিজধামবাসিগণ-সহ বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলে অনুকূলগণ দ্বিগুণিত ভক্ত হইবে, অতি-অনুকূলগণ পরম উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া শতগুণিত প্রেমবান্ হইবে এবং তটস্থগণ পরমাশ্চর্য্য-দর্শনে ভক্ত হইবে—ইহাতে ধর্ম্ম বরং আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে কিরূপে কলির লেশমাত্রও প্রভুত্ব সম্ভব হইবে? অতএব ধর্ম্মসঙ্কোচের জন্য অধর্ম্ম-মত কোনও প্রকারে উত্থাপন করিব। সেস্থলে এই উপায়,—আমি আমার নিজ লীলাপরিকর যদুগণসহ দ্বারকাতেই যথাপূর্ব্ব বিরাজ করিব, কিন্তু প্রাপঞ্চিক সর্ব্বলোকচক্ষুর নিকট অদৃশ্য থাকিব। এদিকে প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রভৃতি আমার নিত্যপরিকরগণ-মধ্যে তত্তৎ বিভূতি-স্বরূপ কন্দর্প, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি যে দেবতাগণ প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে যোগবল-প্রভাবে তত্তৎদেহ হইতে অলক্ষিতভাবে পৃথক্ করিব। তখনও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিরূপে অভিমানকারী সেই দেবতাগণকে সে-কালে সর্ব্বলোকলোচনে সেই রূপেই প্রকাশিত করিয়া অন্য দ্বারকাবাসিগণের সহিত প্রভাসে প্রেরণ করত দান-ধ্যান-মধুপানাদি করাইব। অনন্তর সেই সেই আধিকারিক দেবতাগণকে স্বর্গে নিজ নিজ অধিকারে প্রস্থাপন করিব এবং আমি নিজ নিত্যপরিকরগণসহ শ্রীদশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিব। কিন্তু লোকলোচনে মায়াদোষ-প্রবেশহেতু তাহারা এরূপ মনে করিবে,—দ্বারকা হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যদুবংশ প্রভাসে গিয়া মধুপান করত মত্ত হইয়া পরস্পর প্রহার করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও শ্রীবলরামসহ মানুষদেহ ত্যাগ করিয়া নিজধামে আরোহণ করিয়াছেন। সেইহেতু কেহ কেহ আমাকে অনিত্য ও মায়িক মানুষশরীর-বিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে। এইরূপে অবজ্ঞা করা মহা অপরাধ, যেহেতু আমি বলিয়াছি,—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" (গীতা ৯।১১)। ★★ অপর কেহ বলিবেন, যে-প্রকার কুরুবংশ নিপাতিত হইয়াছে, সেইপ্রকার কৃষ্ণ সবংশে প্রভাসে নিপাতিত হইয়াছে—এইপ্রকার অধম, বিজ্ঞ-অভিমানী দুর্জ্জনগণের কুমত শ্রবণ, জল্পন, অনুমোদন ও প্রচার-দ্বারা ধর্ম্ম সদ্যই একপাদে অবশিষ্ট হইবে। পিত্তাদি-দোষযুক্ত চক্ষু যেরূপ ধবল-উজ্জ্বল শঙ্খকেও পীত ও মলিনরূপে দেখে,সেইরূপ মায়াদোষোপহত মানবগণ আমার সচ্চিদানন্দময়ী নির্য্যাণলীলাকেও দুরবস্থাময় ও প্রাকৃত-রূপেই দর্শন করিবে ও আমার প্রতি ভক্তিযাজন হইতে বিরত থাকিবে। কেবল প্রাকৃত লোকেরাই নহে, কিন্তু আমার অংশজাত অর্জ্জুনাদিও এবং সেইপ্রকার বৈশম্পায়ন, পরাশরাদি মুনিগণও আমার মায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ সংহিতায় (যথাক্রমে মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে) তাহা বর্ণনা করিবেন।' ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, "অজাত-জাতবদ্বিষ্ণুরমৃত-মৃতবৎ তথা। মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ।।" (ব্রহ্মপুরাণ)—ভগবান্ বিষ্ণু মায়াবলে অজ্ঞানব্যক্তিগণের মোহনের জন্য জাত না হইয়াও জাতজীবের ন্যায় এবং মৃত না হইয়াও মৃতজীবের ন্যায় নিজেকে প্রদর্শন করেন এবং ঋষিগণকেও তদ্রূপ তাৎকালিকভাবে মোহিত করিয়া তঁহাদের দ্বারা শাস্ত্রে মোহজনক বাক্যজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিজেকে শুদ্ধভক্তিরহিত জীবগণের নিকট হইতে গোপন রাখেন। "যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা। মায়াং মদীয়ামুদগৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্।।" (ভাঃ ১১।২২।৪)—ঋষিগণ যিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সেইরূপ সত্য, যেহেতু আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মায়ায় মোহিত হইয়া ব্যাখ্যাতাগণের কোন বাক্যই অসম্ভব নহে।' কিন্তু সুমেধাগণ তাদৃশ বাক্যে বিভ্রান্ত হন না, যথা শ্রীবিদুরপ্রতি শ্রীউদ্ধব-বাক্য—"দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ। ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ।।" (ভাঃ ৩।২।১০)—'যাহারা ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ এবং অপর যাহারা অসৎমতাবলম্বী, তাহাদের বাক্যে পরমাত্মা শ্রীহরিতে নিবিষ্টচিত্ত মানবগণের বুদ্ধি ভ্রান্ত হয় না।' যেহেতু, তাঁহারা শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ। শাস্ত্রে অপরাপরস্থানে শুদ্ধসিদ্ধান্তও প্রকাশিত আছে, যথা স্কন্দপুরাণ বলেন,—" পৃথিবীলোকসংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ। নিত্যানন্দস্বরূপত্বা-দন্যন্নৈবোপলভ্যতে।।"—শ্রীহরির 'দেহত্যাগ'-শব্দে তাঁহার পৃথিবীলোক-ত্যাগই কথিত হয় ('যস্য পৃথিবী শরীরম্'—এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ), কারণ তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া উহার অন্যপ্রকার অর্থের উপলব্ধি হয় না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ড ১৪শ অধ্যায়ে ১০৪ সংখ্যায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত 'গৌড়ীয়-ভাষ্য'ও দ্রষ্টব্য।

'কেশাবতার'—শ্রীমদ্ভাগবতে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রমাণিত হয়। তথাপি "ভূমঃ সুরেতরবরূথ" (ভাঃ ২।৭।২৬) শ্লোকে "ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ" অর্থাৎ শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশবিশিষ্ট শ্রীক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু অংশরূপে পৃথিবীর ক্লেশনাশের জন্য আবির্ভূত হইবেন, এইরূপে ব্রহ্মা-বাক্যে আপাতভাবে যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিষ্ণুর কেশাবতারত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা মায়াদ্বারা বিভ্রান্তি উৎপাদন করত নিজ অসমোর্দ্ধ-মহিমা সংগোপন করিবার জন্যই। কিন্তু "যৈস্তু যথাশ্রুতমেবেদং ব্যাখ্যাতং তে ন সম্যক্ পরামৃষ্টবন্তঃ" (কৃষ্ণসন্দর্ভ)—যাঁহারা শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থই ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা সম্যক্ বিচারপরায়ণ নহেন। যেমন, বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—'হে মহামুনে, ভগবান্ পরমেশ্বর নিজ শ্বেত ও কৃষ্ণ দুইটী কেশ উৎপাটন করিলেন এবং দেবতাগণকে বলিলেন,—আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করিবে।' এবং মহাভারতেও তদ্রূপ কথিত হইয়াছে,—'সেই শ্রীবিষ্ণু কেশদ্বয় বিচ্ছিন্ন করিলেন, তন্মধ্যে একটী শ্বেত ও অপরটী কৃষ্ণবর্ণ ; সেই কেশদ্বয়ও যদুগণের কুলে দেবকী ও রোহিণী স্ত্রীদ্বয়ে আবিষ্ট হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে একজন যিনি বলদেব হইয়াছিলেন, ঐ শ্বেতকেশটী সেই দেবতার ; আর দ্বিতীয় যে কৃষ্ণবর্ণ-কেশ, তিনি শ্রীকেশব—'কৃষ্ণ'-নামে কথিত হইয়াছিলেন।'

পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন ।
বর দেহ' মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥ ১১৬ ॥

উল্লিখিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তির জন্য প্রভুসমীপে বর-যাচ্ঞা ঃ—

'মুঞি যে শিখাই তোরে স্ফুরুক সকল ।'
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল ॥" ১১৭ ॥

সনাতনকে প্রভুর বরদান ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি' করে ।
বর দিলা—'এই সব স্ফুরুক তোমারে ॥' ১১৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজনতত্ত্ব ও প্রভুকৃপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ—'প্রেম' প্রয়োজন-সংবাদ ।
বিস্তারি' কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ ॥ ১১৯ ॥

সেই সেই স্থলে যে অর্থ আপাত প্রকটিত হয়, তাহা বিচার করিলে কোন সঙ্গতি লাভ হয় না। কারণ,—ইহাতে ত্রিগুণাতীত, অবিকারী, চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর বয়সের পরিণামরূপ শুক্ল-কৃষ্ণ-কেশত্ব বুঝিতে হয়, অথচ শাস্ত্রে 'সন্তং বয়সি কৈশোরে' (ভাঃ ৩।২৮।১৭) — এইরূপে তাঁহার নিত্যকিশোরত্বই দৃষ্ট হয় ; আবার "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ং ভগবত্তাই বর্ণিত আছে। তজ্জন্য বিদ্বান্‌গণ তাহা এইরূপে ব্যাখ্যা করেন, যেমন, শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত ব্যাখ্যা,—'সিতকৃষ্ণকেশত্ব'—ইহা শ্রীবিষ্ণুর শোভা-স্বরূপই, বয়সের কিছু পরিণাম নহে ; 'ভারহরণ-রূপ কার্য্য আর কি, তাহা আমার কেশদ্বয়ই করিতে সমর্থ'—ইহা প্রকাশ করিতেই এবং তৎসহিত শ্রীবলরামের ও শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সূচনা করিতেই উক্ত কেশোৎপাটন জানিতে হইবে। অন্যথা শাস্ত্রেই কথিত পূর্ব্বাপর-বাক্যের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। এবং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—এই বাক্যেরও বিরোধ ঘটে। সুতরাং 'সিতকৃষ্ণকেশ' (অর্থাৎ উজ্জ্বলকৃষ্ণকেশ)—স্বয়ং শ্রীভগবান্ই, তিনি অংশ শ্রীবলরামের সহিত জাত। শ্রীলঘু-ভাগবতামৃতে শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত ব্যাখ্যা,—'কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ" (ভাঃ ২।৭।২৬)— 'কলয়া' অর্থাৎ শিল্পনৈপুণ্যবিশেষ দ্বারা 'সিত'—বদ্ধ যে 'কৃষ্ণকেশ' অর্থাৎ অতি সুন্দর শ্যামবর্ণ-কেশবিশিষ্ট যে বিগ্রহ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ,—ইহা তাঁহার বৈদগ্ধী-বিশেষতাহেতু এইরূপে কথিত হইল ; অথবা যিনি 'কলয়া' অর্থাৎ এক অংশরূপে 'সিতকৃষ্ণকেশঃ' অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ-কেশবিশিষ্ট ক্ষীরাব্ধিপতি বিষ্ণু, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যদুবংশে আবির্ভূত হইয়াছেন। সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ব্যাখ্যা,—"অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতা। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তম।।" অর্থাৎ 'হে মুনিসত্তম, আমার যে অংশসমূহ (জ্যোতিসমূহ) প্রকাশ পাইতেছে, তাহা 'কেশ'-নামে সংজ্ঞিত, এইজন্য সর্ব্বজ্ঞগণ আমাকে 'কেশব' বলিয়া থাকেন—এই মহাভারত-বাক্য অনুসারে 'আমার (অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুর) শিরোধার্য্য শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের জ্যোতিদ্বয়-রূপ দুই প্রভু অবতরণ করিবেন', ইহা সূচনার জন্যই (বিষ্ণুপুরাণে) কেশদ্বয়ের কথা উক্ত হইয়াছে, ইত্যাদি। আরও যে, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত সর্ব্বত্রই 'কেশ'-শব্দেরই মাত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহার সমার্থক 'চিকুর', 'কুন্তল' প্রভৃতি কোন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না, সেইহেতু "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ঃ" (ভাঃ ১১।২১।৩৫) অর্থাৎ 'ঋষিগণ পরোক্ষবাদী এবং পরোক্ষও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়'—এইপ্রকারে ভগবানের ইচ্ছানুসারে পরোক্ষবাদী ঋষিগণের মনোভাবকেই সেই সেই বাক্যে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের বাক্যের বাহ্যার্থ নহে ইত্যাদি।'—শ্রীবিশ্বনাথ

মহিষীহরণ—"অধ্বন্যুরুক্রম-পরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্, গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোহস্মি।।" (ভাঃ ১।১৫।২০)। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধানের পর দ্বারকাপুরী হইতে সমাগত শ্রীঅর্জ্জুন মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিভিন্ন বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণবিহীন হইয়া আমি এরূপ হীনবল হইয়াছি যে, তাঁহার (অষ্টপ্রধানা মহিষী ব্যতীত অপর) ষোড়শসহস্র স্ত্রীগণকে যখন রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে কতকগুলি অসদ্‌গোপগণের দ্বারা আমি অবলার ন্যায় পরাজিত হইয়াছি।' শ্রীভগবানের যিনি সখা, সেই প্রবল-পরাক্রমশালী শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট হইতে তৎসখাপত্নীগণকে হরণ নিতান্তই অসম্ভব। সেস্থলে রহস্য এই যে,—'সেই নিজপ্রেয়সীগণকে (ব্রজে) অপ্রকটপ্রকাশে প্রবেশ করাইতে তত্তৎরূপে ভগবান্ তাঁহাদের আকর্ষণ করিয়াছেন ; যেহেতু, তাঁহাদের ঐরূপ অভিলাষ ছিল, যথা (দ্রৌপদীর প্রতি মহিষীগণ)— "ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছতি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তোঃ গোপাঃ পাদস্পর্শঃ মহাত্মনঃ।।" (ভাঃ ১০।৮৩।৪৩)—মহিষীগণের এইপ্রকার বাক্যে ব্রজস্ত্রী-বাঞ্ছিত ভগবৎস্বরূপেই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গোপস্বরূপেই) তাঁহাদের মনোরথ জানিয়া ভগবান্ গোপরূপে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, অন্যথা সেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা মহিষীগণের নীচস্পর্শের পূর্ব্বেই অন্তর্দ্ধান হইত। অতএব প্রকারান্তরে তাঁহাদের ব্রজস্ত্রীত্ব-প্রাপ্তিই জানিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণে ও ব্রহ্মপুরাণেও এইপ্রকার তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। যথা, শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,— "এবং তস্য মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য কেশবম্। ভর্ত্তারং প্রাপ্য তা যাতা দস্যুহস্তাঃ বরাঙ্গনাঃ।।"—এইরূপে সেই অষ্টাবক্র-মুনির অভিশাপে সেই বরাঙ্গনাগণ কেশবকে পতিরূপে লাভ করিয়া পরে দস্যুহস্তে পতিতা হইয়াছিলেন। পুরাকালে দেবীগণ একসময় অষ্টাবক্রমুনিকে স্তব করিয়া সন্তুষ্ট করিলে তাঁহারা মুনির নিকট হইতে 'বিষ্ণু তোমাদের পতি হউন'—এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ মুনিবর গাত্রোত্থান করিলে তাঁহার অঙ্গবক্রতা দর্শন করিয়া দেবীগণ হাসিয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাতে রুষ্ট মুনির নিকট হইতে 'তোমরা দস্যুহস্তে পতিত হইবে'—এইরূপ অভিশাপও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহারা মুনিকে প্রসন্ন করায় উক্ত শাপ হইতে বিমোচন লাভ করেন। অতএব ঋষিবাক্য অব্যর্থ বলিয়া তাঁহারা বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিয়া পরে দস্যুহস্তগতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দস্যুহস্তগত হওয়া ও (পুনঃ) পতিলাভ সিদ্ধান্তানুসারেই হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহাদের নিজপতি শ্রীকৃষ্ণই দস্যুরূপ হইয়াছিলেন। তাহা শ্রীব্যাস পুনরায় বাক্যান্তরে জানাইয়াছেন,—"তৎ ত্বয়া ন হি কর্ত্তব্যঃ শোকোহল্পোপি হি পাণ্ডব। তেন্যাপ্যখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্।।"—'হে পাণ্ডব, অতএব তোমার সামান্য শোকও কর্ত্তব্য নয়,

প্রভুর উপদেশামৃত-শ্রবণে আত্মার চিদ্‌বৃত্তি কৃষ্ণসেবার উদ্বোধন ও প্রেমলাভ ঃ—

প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন ।
অচিরাৎ মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১২০ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজন-বিচারো নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

যেহেতু সেই অখিলনাথের দ্বারাই (দস্যুরূপে) মহিষীসকল উপসংহৃত হইয়াছেন।'—এই ব্যাখ্যাই জানিতে হইবে।'—(শ্রীবিশ্বনাথ) অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গোপদস্যুরূপে উক্ত মহিষীগণকে হরণ করিয়া যুগপৎ মহিষীগণের অভিলাষ-পূরণের জন্য ব্রজে আকর্ষণ, ঋষিবাক্য-রক্ষা এবং লোকলোচনে মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিজ লীলা-মহিমার সর্ব্বোৎকর্ষত্ব সংগোপন—সকলই একত্রে সাধন করিয়াছিলেন। গোপদস্যুরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আসিয়াছিলেন বলিয়াই অমিতবল, গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী শ্রীঅর্জ্জুন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার হীনবলত্ব কল্পনাতীত।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সনাতনের প্রার্থনামতে মহাপ্রভু 'আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ" এই শ্লোকের ৬১ প্রকার অর্থ করিলেন। পৃথক্ পৃথক্ পদ ব্যাখ্যা করত 'চ' ও 'অপি' শব্দদ্বয়ের অর্থ সংযোগে ঐসকল অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন। অবশেষে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জ্ঞানী, কর্ম্মী ও যোগী, সকলেই যে নিজ নিজ দোষ পরিত্যাগ করিয়া তৎসঙ্গে কৃষ্ণভজন করেন, এই নিশ্চয়ার্থ স্থির করিয়া দিলেন। ব্যাখ্যামধ্যে নারদ ও ব্যাধের একট সংবাদে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিলেন। নারদ পর্ব্বতমুনিকে আনিয়া ব্যাধের হরিভক্তি দেখাইলেন। অতঃপর প্রভু সনাতনের স্তব শুনিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সনাতনের ইচ্ছামত মহাপ্রভু হরিভক্তিবিলাসের সূত্রগুলি বলিয়া দিলেন (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

"আত্মারামশ্চ"-শ্লোকে কুতর্কহর গৌরের আশীর্বাদ্জ্ঞা ঃ—

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্ ।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সনাতনের প্রভুপদে প্রার্থনা ঃ—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম-সমীপে বর্ণিত "আত্মারামশ্চ" শ্লোকের ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা শুনিতে অভিলাষ ঃ—

"পূর্ব্বে শুনিয়াছোঁ, তুমি সার্ব্বভৌম-স্থানে ।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ কৈরাছ ব্যাখ্যানে ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৫ ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন ।
কৃপা করি' কহ যদি, জুড়ায় শ্রবণ ॥" ৬ ॥

প্রভুর আপনাকে অপ্রাকৃত বাউল-অভিধানে দৈন্যের আবরণে আত্মগোপন-চেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি বাতুল, আমার বচনে ।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি' মানে ॥ ৭ ॥

কীর্ত্তনকারী প্রভুর উপযুক্ত শ্রোতা সনাতনকে বহুমাননপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত ১৮ প্রকার অর্থ ছাড়িয়া নূতন ব্যাখ্যান ঃ—

কিবা প্রলাপিলাঙ, তার নাহি কিছু মনে ।
তোমার সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি "আত্মারামেতি" পদ্যসূর্য্যের অর্থরূপ কিরণসকল প্রকাশ করিয়া জগতের তমো হরণ করিয়াছিলেন, সেই উদয়াচল-চৈতন্য জগৎকে পালন করুন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শ্রীচৈতন্যদেবঃ) আত্মারামেতি ('আত্মারামাশ্চ' ইতি ভাগবতস্য) পদ্যার্কস্য (শ্লোকসূর্য্যস্য) অর্থাংশূন্ (অর্থাঃ এব অংশবঃ কিরণাস্তান্) প্রকাশয়ন্ (প্রকটয়ন্) জগত্তমঃ (কুসিদ্ধান্তান্ধকারং) জহার (নাশয়ামাস), স চৈতন্যোদয়াচলঃ (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য এব উদয়াচলঃ, অর্কস্য উদয়স্থলত্বাৎ) অব্যাৎ (অবতু)।

৫। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।